ব্রহ্মসংহিতা।

(শতাধ্যায়ীমধ্যে)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীভগবদ্ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতা।

শ্রীলশ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতটীকাসহিতা।

শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নেনানুবাদিতা

ও সংশোধিতা।

শ্রীব্রজনাথমিশ্রকর্ত্তৃক—

চতুর্থসংস্করণং।

প্রকাশিতঃ।

মুর্শিদাবাদ;

শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ, বহরমপুর, "রাধারমণযন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণমণ্ডল প্রিণ্টারেণ

মুদ্রিতা।

সন ১৩৩৭ সাল। আষাঢ়।

ব্রহ্মসংহিতা।

(শতাধ্যায়ীমধ্যে)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীভগবদ্ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতা।

শ্রীলশ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতটীকাসহিতা।

রামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুবাদিতা

শ্রীরাসবিহারি সাংখ্যতীর্থেন

সংশোধিতা।

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেণ—

দ্বিতীয়সংস্করণং।

প্রকাশিতং।



মুর্শিদাবাদ,

শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ, বহরমপুর, "রাধারমণযন্ত্রে"

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণমণ্ডল প্রিণ্টারেণ

মুদ্রিতা।

সন ১৩৩৭ সাল। ফাল্গুন।

উৎসর্গঃ।

—————০ঃ*ঃ০—————

বিষমসমরবিজয়ি—

শ্রীশ্রীশ্রী শ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরাধীশ্বর-

বীরচন্দ্র বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর করকমলেষু—

মহারাজ! সম্প্রতি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তগ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত মুদ্রিত করিলাম, আশা করি আপনার অমাত্যপ্রবর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত এই গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবেন। ইহা ব্রজোপাসনার মূলস্বরূপ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি দয়া করিয়া তীর্থ-ভ্রমণকালে দক্ষিণদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। আপনার আশ্রয়ে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতেছি, এই গ্রন্থখানিও আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

গৌরভক্তবৃন্দের নিকট আমার নিবেদন এই যে, ১ম ২য় ও ৩য় বারের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি বৈষ্ণবগণের আগ্রহহেতু একেবারে নিঃশেষ হওয়ায় পুনরায় চতুর্থবার মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম, আশা করি বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে আমার অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সফল হইবে, নিবেদনইতি। সন ১৩৩৭ সাল মাঘ।

ভক্তজনকৃপাকাঙ্ক্ষী

শ্রীব্রজনাথ দেবশর্ম্মা

ভূমিকা।

"ব্রহ্মসংহিতা" গ্রন্থ বঙ্গদেশে ছিল না, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যৎকালে নীলাচল হইতে গমন করিয়া দাক্ষিণাত্য তীর্থসকল ভ্রমণ করেন, ঐ সময়ে, মল্লার দেশে পয়স্বিনা নামে এক নদী আছে, তাহার নিকট "আদিকেশব" নামক এক বিষ্ণুমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন, তথায় এক ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মসংহিতার পাঠ শ্রবণকরত মহাপ্রভু আনন্দে অধীর হইয়া তাহার নকল (প্রতিলিপি) করিয়া লইয়া আসেন। এই গ্রন্থসম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই ইহার যথেষ্ট পরিচয়।

"আমলকী তলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লারদেশেকে আইলা যাঁহা ভট্টমারি॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি গেল আদিকেশব মন্দিরে॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হইল।
"ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়" তাহাই পাইল॥
পুঁথি পাইয়া প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতাসমান।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতিসার॥
বহুযত্নে সেই পুঁথি লইল লেখাইয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইল হরষিত হইয়া॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বাতীর।
নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দির॥
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণবসকল পড়ে "কৃষ্ণকর্ণামৃত"॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল॥

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
"ব্রহ্মসংহিতা" "কর্ণামৃত" দুই পুঁথি পাইয়া।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা লইয়া॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ।)

এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত টীকা, যদুনন্দনঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও আমার কৃত বঙ্গানুবাদ সহিত দুই বৎসর হইল শ্রীহট্ট, পোঃ কানাইবাজার, মৈনা গ্রামনিবাসী বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচনদাস মহাশয়ের আংশিক অর্থসাহায্যে মুদ্রিত করিয়াছি।

সম্প্রতি এই ব্রহ্মসংহিতা জীবগোস্বামিকৃত টীকা ও সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুবাদবিষয়ে শান্তিপুরনিবাসী স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রাসবিহারিদাস সাংখ্যতীর্থ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসংহিতার অপর ৯৯ অধ্যায় কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানি না, এক প্রবন্ধে লেখা দেখিয়াছি যে, ৺বৃন্দাবনে ব্রহ্মমন্দিরে আছে। সম্ভবতঃ এদেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল, নচেৎ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সুদূর দক্ষিণদেশ হইতে এত যত্নে কেনই বা আনয়ন করিবেন। এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধান্তে বড়, ইহার প্রমাণ প্রায়ই বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থে প্রচুর দেখা যায়। ইহার পাঠ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদর চিরদিনই আছে। আশা করি আমার প্রকাশিত এই "ব্রহ্মসংহিতাও" বৈষ্ণবদিগের নিকট বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থে "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে পরম পদার্থ ও সাক্ষাৎ ঈশ্বর" ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" এই প্রথম শ্লোকেই তাহা টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামী বিশেষ বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন। সুতরাং এই প্রথম শ্লোকের টীকাটী সুন্দরভাবে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার শ্লোকগুলিও অতিসুমধুর ও প্রচুর দার্শনিক অর্থে পরিপূর্ণ। সেই সুমাধুর্য্য ৫৫।৫৬ শ্লোক পাঠ করিলেই উত্তমরূপে বোধগম্য হইবে। ইহাতে নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে, মধ্যে দুই একটী গদ্যও দেখা যায়। ১ হইতে ২৮ শ্লোক

পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ধামপরিচয় এবং ২৯ শ্লোক হইতে ৫৬ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মকর্তৃক ভগবানের স্তব। তৎপরে ৫৭ শ্লোক হইতে ৬২ শ্লোক পর্য্যন্ত অধ্যায়ের উপসংহার। সাকল্যে ৬২টী শ্লোক এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা যায়। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় শ্রীজীবগোস্বামির টীকা ব্যতীত কাহারও সুখবোধ্য হইত না। যাবতীয় টীকাতেই সমস্ত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণকে দেওয়া গেল যথা—

শ্রীজীবগোস্বামী।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীবিভক্ত ” পঞ্চগৌড়ীয় এবং পঞ্চদ্রাবিড়। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে বসতি করেন এবং তাঁহাদের পঞ্চগৌড় আখ্যা হয়। বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণস্থ কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজরাট, অন্ধ্র ও দ্রাবিড়-দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চদ্রাবিড় নামে বিখ্যাত হয়েন বৈষ্ণবধর্ম্মের, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকর্ত্তা বা প্রধান আবিষ্কারক শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবগোস্বামী এই পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্গত কর্ণাটশ্রেণীর বৈদিক শাখা। তাঁহাদের বংশাবলী এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় শ্রীজীবের পরিচয় বোধার্থ সংক্ষেপে বংশাবলী প্রদত্ত হইতেছে*—

শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে জগদ্গুরু নামে ভরদ্বাজগোত্রীয় এক মহাবংশজাত ব্রাহ্মণ রাজপদে অভিষিক্ত হন, এবং ১১ বৎসর রাজ্য করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র শ্রীমান অনিরুদ্ধদেব কর্ণাটদেশের অধীশ্বর হয়েন, এই অনিরুদ্ধ দুই বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত রূপেশ্বর, ইনি পরবর্ত্তীকালে উত্তরদিক জয় করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত হরিহর। যৎকালে অনিরুদ্ধদেব প্রবলপ্রতাপ, এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গৌড়বাদসাহ (যিনি প্রজামণ্ডলী দ্বারা সুরেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন)। ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যান এবং মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা স্থাপন

* 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক ভাগবতের দশমের টীকার সর্ব্বশেষে এবং 'ভক্তিরত্নাকর” নামক গ্রন্থে এই পরিচয় বিশেষ বর্ণিত আছে। পাঠক ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত হইল না।

করেন। ১৩৩৮ শকাব্দে অনিরুদ্ধের লোকান্তর হইলে তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর রাজ্য লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করেন, এই বিবাদে সামান্য রূপ একটী সংগ্রামও হইয়াছিল। অবশেষে হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যলাভ করেন, এই হইতে ইহার "শ্রীমান্ হরিহর" নাম দেশে বিখ্যাত হয়।

রূপেশ্বর অনুজকর্তৃক তাড়িত হইয়া গৌড়বাদসাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ। পদ্মনাভের পাঁচ পুত্র। পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। এই মুকুন্দের পুত্র কুমার। কুমারের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্য রূপ ও কনিষ্ঠ বল্লভ। শ্রীমহাপ্রভু এই বল্লভের "অনুপম" নাম রাখেন। ১৩৫৫ শাকে রূপেশ্বর পরলোকগত হইলে তৎপুত্র পদ্মনাভ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন এবং শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে বাস করেন। পদ্মনাভের পৌত্র কুমার (যিনি জীবের পিতামহ ও সনাতনাদি তিন ভ্রাতার পিতা) ভ্রাতৃবিরোধে বরিশালের মধ্যে ফতোয়াবাদনামক স্থানে বাস করেন। সনাতনাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিলে একখানি গ্রন্থ হয়, সুতরাং কেবল জীবের বিষয়, তাহাও অতি সংক্ষেপে লেখা গেল। সনাতনের পূর্ব্বনাম সন্তোষ ও রূপের পূর্ব্বনাম অমর ছিল।

যাহা হউক, সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভের ঔরসে শ্রীজীবের জন্ম হয়। শ্রীজীব যৌবনের পূর্ব্বেই পিতৃবাস ফতোয়াবাদ হইতে নবদ্বীপে গিয়া অধ্যয়ন করেন, তথা হইতে কাশীতে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট ষড়্দর্শন শিক্ষা করেন। এখানে হইতেই বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের নিকট ভক্তিশাস্ত্রবিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। শ্রীজীব শ্রীরূপের শিষ্য, ইহা প্রেমবিলাসে উল্লেখ আছে জীব প্রথমতঃ বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া রূপ ও সনাতনের তাড়না এবং শিক্ষাগুণে বড়ই বিনয়ী হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, ইহাঁরা এই জীবের ছাত্র। জীবের রচিত গ্রন্থ একবিংশতি এবং রূপের রচিত গ্রন্থ ঊনবিংশতি। জীবের গ্রন্থ যথা,—হরিনামামৃত ব্যাকরণ ১। সূত্রমালা ২। ধাতুসংগ্রহ ৩। কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা ৪। গোবিন্দবিরুদাবলী ৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শেষভাগ ৬। মাধবমহোৎসব ৭। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ ৮। ভাবার্থসূচকচম্পূ ৯। গোপালতাপনীয় টীকা ১০। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ১১। ভক্তিরসামৃতের

দুর্গমসঙ্গমনী টীকা ১২। উজ্জ্বলনীলমণির লোচনরোচনী টীকা ১৩। যোগ-সারস্তবের টীকা ১৪। অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীর টীকা ১৫। পদ্মপুরাণোক্ত কৃষ্ণ-পদচিহ্নের টীকা ১৬। ঐ রাধাপদচিহ্নের টীকা ১৭। গোপালচম্পূ ১৮। ষট্-সন্দর্ভ ১৯। ক্রমসন্দর্ভ ২০। লঘুতোষণী ২১।

শ্রীজীবের পিতা বল্লভ বা অনুপম যখন বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন, সেই সময় গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়। ইহাতেই জীবের সংসারে বিরাগ জন্মে, অর্থাৎ পিতৃবিরহই সংসারত্যাগের প্রথম কারণ। ন্যূনাধিক ১৪৭০ শকাব্দের পৌষমাসের শুক্লদ্বিতীয়াতে শ্রীজীব অপ্রকট হয়েন। বৃন্দাবনস্থ লোচনকুঞ্জে জীবের সমাধি আছেন। "রাধাদামোদর" নামক বিগ্রহ জীবের প্রকাশিত, তাহা এখনও বৃন্দাবনের বর্ত্তমান আছেন। যাহা হউক, রূপ ও সনাতনাদি অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলে এই শ্রীজীবগোস্বামি দ্বারাই ভক্তিশাস্ত্র দেশে বিদেশে প্রকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে গ্রন্থ দিয়া ইনিই বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত তিন মহাত্মার সহিত শ্রীজীব গোস্বামির সংস্কৃতভাষায় পত্র লেখালেখি চলিত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে অবিকল (সন তারিখ সহিত) উদ্ধৃত আছে, বাহুল্যভয়ে এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। যাহা হউক, তাঁহার অনুগ্রহেই আমরা ভক্তিশাস্ত্র দেখিতে পাইতেছি। ইতি।

১ শ্রাবণ ১৩১১ সাল
বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

প্রতিশ্লোক ও টীকা অবলম্বনে।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

সন ১৩৩৭ সাল ২রা ফাল্গুন।

ব্রহ্মসংহিতা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

——•:০:•——

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাং। যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাং। ক। ঋষ্যাজনাপি যক্তানা সুবিচারাদৃষিমূর্ত্তিঃ। বিচারস্তু মমাত্র

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তাহার বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ)। প্রকৃতি পুরুষাদি করিয়া যে সমস্ত জগতের মূল কারণ আছে, সেই সমুদায় কারণেরও কারণ, অথচ স্বয়ং অনাদি, তাঁহার উপর আর কোনই কারণ নাই, তিনি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ম্প্রকাশ ॥ ১ ॥

শ্রীজীবগোস্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য্য—

যাঁহার প্রসাদে আমি এই ব্রহ্মসংহিতা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপমহিমা আমার চিত্তে মহিমা প্রকাশ করুন ॥ ক ॥

ঋষিবাক্যের যোজনা (সমন্বয়) অতীব দুষ্কর হইলেও

স্যাদৃষীণাং স ঋষির্গতিঃ। খ॥ যদ্যপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ। অধ্যায়স্তৎস্বরূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাঙ্গতাং গতঃ। গ॥ শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ যু দৃষ্টং যন্মৃষ্ট বুদ্ধিভিঃ। তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম। ঘ॥ যদ্যচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তরাদ্বিনিরূপিতং। অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃশ্যতে ময়া॥ ঙ॥

অথ শ্রীভাগবতে যদুক্তং। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি

সুবিচারে তাহা যুক্তার্থই হইয়া থাকে। অথচ আমি যে ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ঐ বিচার বিষয়ে সেই সকল ঋষির একমাত্র গতি (শ্রীল বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নই) আমার আশ্রয়॥ খ॥

যদিও এই ব্রহ্মসংহিতার একশত অধ্যায় আছে, তাহা হইলেও এই (পঞ্চম) অধ্যায়ই ঐ একশত অধ্যায়ের মূল-সূত্রস্থানীয়, সুতরাং প্রকারান্তরে এই পঞ্চম অধ্যায়কেই এক রূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বলিতে হইবে॥ গ॥

মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যাহা দেখিয়াছেন, আমি এই বিচারে তাঁহারই পরামর্শানুসারে কার্য্য করিব, কারণ আমার মন তাহাতেই হৃষ্ট হইয়াছে॥ ঘ॥

অপিচ কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে যাহা যাহা নিরূপণ করা হইয়াছে, পুনর্ব্বার এখানেও তাহাই আনিয়া ব্যাখ্যা করিব॥ ঙ॥

অর্থ বিচার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ইতি॥

তদেব তাবৎ প্রথমমাহ ঈশ্বর ইতি। অত্র কৃষ্ণ ইত্যেব বিশেষ্যং তন্নাম এব। কৃষ্ণাবতারোৎসবেত্যাদৌ শ্রীশুকাদিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়েত্যাদি। সাম্যোপনিষদি চ প্রথমপ্রতীতত্বেন তন্নামবর্ণাবির্ভাব-কৃতা গর্গেণ প্রথমমুদ্দিষ্টত্বেন, তথাচ মন্ত্রমধিকৃত্য পয়সা কুম্ভং পূরয়তীতি ন্যায়েন তত্রাগ্রতঃ পঠিতত্বেন মূলরূপত্বাৎ। তদুক্তং প্রভাসখণ্ডে পদ্মপুরাণে চ শ্রীনারদ

হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ বা কলা অর্থাৎ বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারই সর্ব্বশক্তিত্বহেতু সাক্ষাৎ ভগবান্॥

এই ব্রহ্মসংহিতাকেও প্রথম শ্লোকে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" এস্থলে তাহাই উল্লিখিত হইল। এই শ্লোকে "কৃষ্ণঃ" এই পদ বিশেষ্য, অন্য পদ গুলি ঐ "কৃষ্ণঃ" পদেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ ও ধর্ম্মাদি নিরূপণ করিতেছে, সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করায় বিশেষণ। পূর্ণতম ভগবান্ ঈশ্বরের "কৃষ্ণ" এইটী মুখ্যতম নাম। দশমস্কন্দের ৩য় অধ্যায়ে "কৃষ্ণাবতারোৎসব সংভ্রমঃ স্পৃশন্" ইত্যাদি শুকবাক্য। "কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী-নন্দনায় চ" ইত্যাদি বাক্য। এইরূপ সাম্যোপনিষদেও আছে। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ নিমিত্ত গর্গাচার্য্য যৎকালে বৃন্দাবনে আসিয়া নামকরণ করেন, তখনও 'কৃষ্ণ' নাম পূর্ব্বেই বলিয়া-ছেন ও অগ্র পশ্চাৎ মূলমন্ত্ররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

প্রভাসখণ্ডেও পদ্মপুরাণে শ্রীনারদ কুশধ্বজ (জনক) সম্বাদে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, হে পরন্তপ! সমস্ত

কুশধ্বজস বাদে শ্রীভগবদুক্তৌ। নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্তকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে। সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম্নো মুখ্যত্বমুক্তং। যদগ্রে গোবিন্দনাম্না স্তোষ্যতে তৎ খলু কৃষ্ণত্বেঽপি তস্য গবেন্দ্রত্ববৈশিষ্ট্যদর্শনার্থমেব। তদেবং রূঢ়িবলেন প্রাধান্যাত্তস্যৈবেশ্বর ইত্যাদীনি বিশেষণানি। অথ গুণদ্বারাপি তদ্দৃশ্যতে যথাহ গর্গঃ। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। বহূনি সন্তি

নামের মধ্যে 'কৃষ্ণ' এই নামই আমার মুখ্যতম।

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশত নামস্তোত্রে।

পবিত্র সহস্র নাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, একবার মাত্রে কৃষ্ণনাম উচ্চারণে ঐ 'কৃষ্ণনাম' সেই ফল প্রদান করেন। ইত্যাদি অনেক স্থলে 'কৃষ্ণ' নামই মুখ্যনাম ও 'কৃষ্ণ'ই স্বয়ং ভগবান্ ইহা প্রচুর পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অপিচ এই গ্রন্থের শেষে "গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ইত্যাদি বহুস্থলে 'গোবিন্দ' নামেই শ্রীকৃষ্ণের স্তব করা হইবে। ইহাতে কেবল তিনি 'গবেন্দ্র' ইহাও বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং রূঢ়িবৃত্তির প্রাধান্য বশতঃ তাঁহারই ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইল। অপর পদগুলি তাঁহার বিশেষণ॥

অথ গুণদ্বারাও সেই বিশেষণ দেখা যায়, এই বিষয়ে দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯। ১০ ১১ শ্লোকে গর্গবাক্য যথা

গর্গ কহিলেন, হে নন্দ! তোমার এই পুত্রটী প্রতিযুগেই নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন, ইহার শুক্ল, রক্ত এবং

নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।
অস্য কৃষ্ণত্বেন দৃশ্যমানস্য প্রতিযুগং নানা তনুরব তনুরবতারান গৃহ্নতঃ প্রকাশয়তঃ শুক্লাদয়ো বর্ণাস্ত্রয় আসন্ প্রকাশমবাপুঃ। সত্যাদৌ শুক্লাদিরবতার ইদানীং সাক্ষাদস্যাবতারসময়ে কৃষ্ণতাঙ্গতঃ। এতস্মিন্নেবান্তর্ভূতঃ। অতএব কৃষ্ণে কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বোৎকর্ষকত্বাৎ কৃষ্ণেতি মুখ্যং নাম তস্মাদস্যৈব তানি রূপাণী·

পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব ইঁহার 'কৃষ্ণ' এই একটী নাম হইবে ॥

আর, তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে কদাচিৎ বসুদেবের তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই কারণে অভিজ্ঞজনেরা ইঁহাকে বাসুদেবও বলিয়া আখ্যা প্রদান করিবেন ॥

নন্দ! তোমার তনয়ের গুণানুরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি বহু বহু নাম এবং কর্ম্মানুরূপ অর্থাৎ গোপতি, গোবর্দ্ধনধর ইত্যাদি অনেক নাম আছে। আর গুণকর্ম্মের অনুরূপ ইহার রূপও বিস্তর, সে সকল আমিও জানি না, অন্য ব্যক্তিরাও জানেন না ॥

তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ॥

কৃষ্ণস্বরূপে দৃশ্যমান এই বালক প্রতিযুগে নানা তনু অর্থাৎ অবতার প্রকাশ করিয়া থাকেন, শুক্লাদি বর্ণত্রয় প্রকাশ হইয়াছে। সত্যাদি যুগে শুক্লাদি অবতার। এক্ষণে সাক্ষাৎ ইহাঁর অবতার সময়ে কৃষ্ণতা ইহাঁরই অন্তর্ভূত, অতএব কৃষ্ণে কর্ত্তৃত্ব এবং সর্ব্বোৎকর্ষকত্বহেতু 'কৃষ্ণ' এইটী মুখ্যনাম, এই হেতু ইহাঁরই সেই সকল রূপ। এই অভিপ্রায়ে গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন "বহূনি সন্তিরূপাণি নামানি" ইত্যাদি। অতএব

তস্য বহূনীতি তদেবং গুণদ্বারা তন্নাম্নি প্রাধান্যসূচকস্য কৃষ্ণস্য তন্নাম্নঃ প্রাধান্যে লব্ধে। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। ইতি যোগবৃত্তিত্বেঽপি তস্য তাদৃশত্বং লভ্যতে। ন চৈবং পদ্যমন্যপরং। কৃষ্ণোপাসনাতন্ত্রগৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যায়াং তদেকতমাং পদ্যং দৃশ্যতে। কৃষশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ। সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্তত ইতি। তস্মাদয়মর্থঃ। ভবন্ত্যাস্যাং সর্ব্বেঽর্থা ইতি ভূধাত্বর্থ উচ্যতে। ভাবশব্দবৎ সচায়ং কর্ষতেরেবার্থস্তস্যৈব প্রাপ্তত্বাৎ। গৌতমীয়ে কৃষশব্দস্য সত্তাবাচকত্বেঽপি তদ্ধাত্বর্থঃ সত্তৈবোচ্যতে ঘটশব্দস্য প্রতিপাদ্য-

---

গুণদ্বারা তাঁহার নামের প্রাধান্য সূচক কৃষ্ণনামের প্রাধান্য লব্ধ হইল।

'কৃষ' ধাতু সত্তাবাচক, 'ণ' প্রত্যয় নির্বৃতি (আনন্দ) বাচক, এই দুইয়ের যোগে "পরমব্রহ্ম কৃষ্ণ" এই অভিহিত হইয়া থাকে।

এইরূপ যৌগিকীবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়জাত অর্থেতেও ইহাই লব্ধ হয়। এই শ্লোকে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না। কারণ কৃষ্ণোপসনার তন্ত্রস্বরূপ গৌতমীয়তন্ত্রে "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও এই অর্থই দৃষ্ট হয়।

যথা—'কৃ' শব্দের অর্থ সত্তা, 'ণ' প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দস্বরূপ, আত্মা শব্দ সুখস্বরূপ এবং আনন্দময় হয়। কৃষধাতুর অর্থ যদি ভূধাতুর অর্থ হইল, তবেই তাহাতে সমস্ত অর্থ প্রতীত হইবে। কারণ, "কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনাঃ" অর্থাৎ কৃ, ভূ, অস্তি, এই তিন ধাতু নিখিল ক্রিয়া-বোধক। গৌতমীয়তন্ত্রে ভূধাতুর সত্তার্থ থাকিলেও ঐ অর্থই বুঝাইবে।

আনন্দেন সহসা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবস্তেদোপচারঃ কার্য্যঃ তচ্চা-
কর্ষাভিপ্রায়ঃ। ঘটত্বং সত্তাবাচকমিত্যুক্তে ঘটসত্ত্বৈব গম্যতে ন তু পটসত্তা ন
সামান্যসত্তেতি। অথ নির্বৃতিরানন্দস্তয়োরৈক্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যক্তং যৎ
পরং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽপি সর্ব্বস্যাপি বৃংহণং বস্তু তৎ বৃহত্তমং। কৃষ্ণ ইত্যভি-
ধীয়তে। ঈর্ষ্যতে ইতি বা পাঠঃ। কিন্তু কৃষেরাকর্ষমাত্রার্থকেন ণশব্দস্য চ
প্রতিপাদ্যেনানন্দেন সহ সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাদ্ধেতুমতোরভেদোপচারঃ কার্য্যঃ।
তচ্চাকর্ষপ্রাচুর্য্যার্থমায়ুর্ঘৃতমিতি বৎ। এবং ব্রহ্মশব্দস্য তত্তদর্থক বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণ-

কারণ, "ঘটত্ব সত্তাবাচক" ইহা বলিলে যেমন ঘটসত্তা (ঘট আছে বা ঘটের অস্তিত্ব-থাকা, অথবা বর্ত্তমানতাই) বুঝায়, কিন্তু পটসত্তা বা অন্য কোন সাধারণ সত্তা বুঝায় না (অপর পাঠেরও এই অর্থ), কৃষধাতুর আকর্ষণ অর্থ করিলে ণ শব্দের যে স্বাভাবিক নির্বৃতি (আনন্দ) বাচকত্ব আছে, এই উভয়ের সামানাধিকরণ্য (একত্রাবস্থিতি) হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে হেতু ও হেতুমানের অভেদরূপে উপচার (আরোপ) করিতে হইবে। "আয়ুর্ঘৃতং অর্থাৎ ঘৃত পরমায়ু, এস্থলে ঘৃত আয়ুর্বৃদ্ধির কারণ হইলেও যেমন "আয়ু" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনি "আকর্ষণ ও আনন্দ" এস্থলে আনন্দহেতু ও আকর্ষণ হেতুমৎ। যিনি নিজানন্দে আকর্ষণ করেন অর্থাৎ আনন্দ-হেতুক আকর্ষণক্রিয়া উৎপন্ন। এস্থানেও হেতু ও হেতু-মানের অভেদ (একত্ব) হইয়া "কৃষ—ণ" এই পদে 'কৃষ্ণ' এই পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, যিনি বৃহৎ নিত্য-বৃদ্ধিশীল তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি ও তন্ত্রে অনেক স্থানে বলিয়াছেন যে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" তিনি অণু হইতেও

যাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তীতি শ্রুতেশ্চ এবমেবোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে। কৃষিশব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে ইতি। অদ্বয়ব্রহ্মবাদিভিরপি সত্তানন্দয়োরৈক্যং তথা মন্তব্যং শাব্দিকৈর্ভিন্নাভিধেয়ত্বেন প্রতীতেঃ। সত্তাশব্দেন চাত্র সর্ব্বেষাং সতাং প্রবৃত্তিহেতুর্যৎ পরমং সত্তদেবোচ্যতে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি শ্রুতেঃ। অভিন্নাভিধেয়ত্বে বৃক্ষতরুরিতিবদ্বিশেষেণ বিশেষ্যস্যাযোগাদেকস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ। গৌতমীয়পদান্যেবং ব্যাখ্যেয়ং। পূর্ব্বোক্তে

অণু (ক্ষুদ্র ও মহৎ হইতেও মহৎ (বড়)। পরব্রহ্ম শব্দের সেই সেই অর্থ "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" ইত্যাদি পুরাণবাক্যে উপলব্ধ হয়। "অতঃপর নিজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন ও অন্যকে বর্দ্ধিত করেন" ইহা কিরূপে উক্ত হয় ? এই শ্রুতিও ঐ মতের পরিপোষক। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে ইহাই উক্ত হইতেছে যে কৃষ শব্দ সত্তার্থ এবং ণ শব্দ আনন্দ বাচক, সত্তা ও নিজানন্দের যোগে 'চিৎ' এই পদ একমাত্র পরব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, অদ্বয় ব্রহ্মবাদিরাও সত্তা এবং আনন্দের একতা সেইরূপেই মানিবেন, যেমন শাব্দিকগণ সত্তা শব্দে সতের প্রবৃত্তি ও তাহার হেতু যে পরম সৎ, তাহাকেই মানিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিতেন যে "হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিল" ইহাতে শাব্দিকের মতে সত্তা ও আনন্দপদে অভিধেয় (অর্থ) ভিন্ন হইয়া পড়ে, অভিধেয় অভিন্ন বা এক করিয়া অর্থ করিলে বৃক্ষ তরু, এই দুই শব্দই যেমন একার্থ, একটি স্থলে দুইটী বলায় একটী ব্যর্থ হয়, তেমনি বিশেষ্য যে কোন্‌টী, ইহা

সর্ব্বাকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধে যস্মাদেবং সর্ব্বাকর্ষক সুখরূপোঽসৌ তস্মাদাত্মা জীবশ্চ তৎসুখরূপো ভবেৎ। তত্র হেতুঃ। ভাবঃ প্রেমা তন্ময়ানন্দত্বাদিতি। তদেবং রূপগুণাভ্যাং পরমবৃহত্তমঃ সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঃ কৃষ্ণশব্দবাচ্য ইতি জ্ঞেয়ং। স চ শব্দঃ শ্রীদেবকীনন্দন এব রূঢ়ঃ। অস্যৈব সর্ব্বানন্দকত্বং বাসুদেবোপনিষদি দৃষ্টং। দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েদিতি। আনন্দমাত্রমবিকারমনন্যাসিদ্ধং ততশ্চাসৌ শব্দো নান্যত্র সংক্রমণীয়ঃ। যথাহ ভট্টঃ। লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধত ইতি। পরং ব্রহ্মত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে। গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য-

---

বিশেষরূপে স্থির হয় না, সুতরাং উক্ত গৌতমীয়বাক্যের এইরূপ অর্থ করা উচিত। পূর্ব্বার্দ্ধে, কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষণ শক্তিবিশিষ্ট আনন্দ। পরার্দ্ধে যখন এই কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক সুখস্বরূপ, অতএব আত্মা ও জীব উভয়েই তথায় সুখস্বরূপ হইবে। (বৈষ্ণবসম্প্রদায় জীবেশ্বরের ভেদবাদী। সুতরাং আত্মা ও জীব পৃথক্ বলা হইল। শঙ্করসম্প্রদায় জীবেশ্বরের অভেদবাদী অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মতে আত্মা জীব এক, কেবল উপাধি ভেদেই ভেদ)। তন্ময় হইয়া যে আনন্দানুভব হয় এবং তন্নিবন্ধন যে ভাব (প্রেম) হয়, তাহাই ঐ আত্মা বা জীবের সুখস্বরূপ হইয়া থাকে, এই হেতু আনন্দ নির্ব্বিকার ও অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। উল্লিখিত কারণে "অসৌ" অর্থাৎ এই শব্দটীকে অন্যত্র অন্বয়-যুক্ত করা হয় না। এবং 'সঃ' অর্থাৎ 'সেই' এই শব্দটী দেবকীনন্দন কৃষ্ণেতে রূঢ় (প্রসিদ্ধ), ভট্টমতেও উক্ত আছে যে, রূঢ়িবৃত্তি লব্ধাত্মিকা অর্থাৎ আত্মলাভে কৃতার্থা হইলে যৌগিকী বৃত্তিকে নষ্ট করে, যৌগিকী বৃত্তির সহিত বাধ হয় বলিয়া কল্পনীয়া হইয়া আত্মলাভে

লিঙ্গমিতি যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং। ইতি চ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতীতি। শ্রীগীতাসু চ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। তাপনীষু চ। যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপাল ইতি। অথ মূলমনুসরামঃ যস্মাদেতাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যস্তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্ববশয়িতা। তদিদমুপলক্ষিতং বৃহদ্গৌতমীয়ে কৃষ্ণশব্দস্যৈবার্থান্তরেণ। অথ বা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি হি কালশব্দার্থঃ। তথাচ তৃতীয়ে। তন্মূর্দ্ধাশোদ্ধবস্য চ পূর্ণ এব নির্ণয়ঃ। স্বয়ন্ত্ব

সমর্থ হয় না।

"পরব্রহ্মই গূঢ় হইয়া মনুষ্যবেশধারী হইয়াছেন এবং পূর্ণ ও পরমানন্দ সনাতন ব্রহ্ম যাঁহার মিত্র" ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে। এবং "পরব্রহ্ম যে স্থানে নরাকৃতি ও কৃষ্ণনামে অবতীর্ণ হইয়াছেন" এই বিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যে। "আমি ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা, আস্পদ" এই গীতাবাক্যে। এবং "এই যে গোপাল ইনি পরমব্রহ্ম" এই তাপনীশ্রুতিবাক্যে ও অপরাপর শাস্ত্রীয়বাক্যে পরমব্রহ্মত্বই উক্ত হইতেছে।

প্রকৃতার্থ এই যে, কৃষ্ণশব্দের বাচ্য যখন ঈশ্বর, তখন অবশ্যই তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ। জগৎ তাঁহার বশ, তিনি সকলের বশকারী। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে কৃষ্ণশব্দের অর্থান্তর দেখা যায়, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

"কালরূপে যিনি সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে আকর্ষণ করেন বলিয়াও তিনি "কৃষ্ণ" এই নামে উক্ত হয়েন। "সকলকেই যিনি কলিত অর্থাৎ নিয়মিত করেন" ইহাই কালশব্দের অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ২অ ২১শ্লোকে

সাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠ ইতি। শ্রীগীতাসু। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি। তাপন্যাং। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইতি। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ। পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপা শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকসংপ্লুত ইতি। নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি তাভির্বিধুতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ। ব্যরোচতাধিকমিতি চ। অত্রৈবাগ্রে

সেই কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই উদ্ধব 'পূর্ণ' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং পরমানন্দস্বরূপ, সম্পত্তিদ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সমান অথবা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ ছিল না, লোকপাল সকল তাঁহার অগ্রে আসিয়া কর অথবা পূজোপহার সমর্পণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কিরীটদ্বারা তদীয় পাদপীঠে স্তব করিত॥

গীতাতেও উক্ত আছে যে, হে অর্জ্জুন! আমি আর কত বলিব, তুমিই বা কত জানিতে সমর্থ হইবা, একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান আছি। তাপনী শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যে "কৃষ্ণ এক বশী ও সর্ব্বগ এবং তিনিই স্তবনীয়" যখন কৃষ্ণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন, তখন তিনি অবশ্যই পরম অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপা, মা অর্থাৎ শক্তিসমূহ যাঁহার পরা বা সর্ব্বোৎকৃষ্টা।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে "নিজ-কামে সংপ্লুত হইয়াই যিনি রমাগণের সহিত রমণ করিয়াছেন। যে কৃষ্ণের প্রতি একনায়িকাবিষয়ক, তাঁহার প্রসাদ একমাত্র গোপী ভিন্ন লক্ষ্মীগণও লাভ করিতে পারেন নাই। ভগবান্ দেবকীসুত

বক্ষ্যতে। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাং চ। কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ। তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ। আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ইতি। টীকা চ স্বামিপাদানাং। আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশে তু তস্য শ্রেষ্ঠত্বমাদ্যত্বঞ্চ যুগপদাহ। পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতো

কৃষ্ণ সেই গোপাঙ্গনাগণের মধ্যে সমধিক শোভিত হইয়াছিলেন। বিধূতশোকা গোপবালাদিগের সহিত অচ্যুত পরিবৃত হইয়া সমধিক শোভিত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মসংহিতাতেও পরে উক্ত হইবে যে "শ্রীগণ যাঁহার কান্তা, তিনি নিজে পরমপুরুষ কান্ত।" তাপনী শ্রুতিও বলিতেছেন, কৃষ্ণই পরম দেবতা (পরব্রহ্ম)। যখন কৃষ্ণ এইরূপে পরম, তখন তিনি আদি। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৭২ অ ১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির ও সকল রাজা পরাজিত হইয়াছে, কেবল জরাসন্ধ হয় নাই, ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলে, পূর্ব্বে উদ্ধব যে উপায় করিয়াছেন, হরি সেই উপায় নির্দ্ধারিত করিলেন। এস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতেও বলিয়াছেন যে, হরি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আদ্য। একাদশস্কন্ধে ২৯ অ ৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদ্যত্ব এক সঙ্গে উক্ত হইয়াছে "আদ্য ও পুরুষশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করিয়া" ইত্যাদি বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও আদ্যত্ব উক্ত হইতেছে। এই স্থানে যে 'আদ্য' বলা হইল, ইহা তাঁহার অবতারকে অপেক্ষা করিয়া 'আদ্য' এরূপ নহে, ঐ আদ্যত্ব

হমীতি। ন চৈতদাদিত্বং তদবতারাপেক্ষং কিন্তু অনাদি র্ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশঃ। তাপন্যাঞ্চ। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যাত্তাহ। নিত্যো নিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশস্তস্মা আদিস্তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং। অন্যেষাং কারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণং। তথাচ দশমে তং প্রতি দেবকীবাক্যং। যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিত্যাপ্যয়োদ্ভবাঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ইতি। টীকা চ। যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। তং ত্বা ত্বাং গতিং শরণং গতাস্মীত্যেষা। তথাচ ব্রহ্মস্তবে। নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাদিতি। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইত্যনেন লক্ষিতো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি। তদেবং কৃষ্ণশব্দস্য যৌগিকার্থোঽপি

আদি অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই। তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন যে, "কৃষ্ণ এক, বশী ও সর্ব্বজ্ঞ অথচ ঈড্য (স্তবনীয়)" এই সমস্ত কারণেই তিনি সর্ব্বকারণের কারণ। জগৎসম্বন্ধীয় কারণসমূহের পরম্পরায় মহৎতত্ত্ব কারণ, স্রষ্টা পুরুষ তাহারও কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৮৫অ ২শ্লোকে দেবকী বাক্যে উল্লিখিত আছে যে, হে বিশ্বাত্মন্! যাঁহার অংশের অংশদ্বারা এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইয়া থাকে, অদ্য আমরা সেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। টীকার অর্থও এইরূপ। "নারায়ণোহঙ্গং" ইত্যাদি ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতির ১৪ অ ১৪ শ্লোকে এই কথাই উদ্ঘোষিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণও তোমার অঙ্গ, তুমি অঙ্গী। ভগবদ্গীতাতেও বলিতেছেন যে, আমি একাংশেই এই জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছি। উক্ত বহুবিধ বিচারে

সাধিতঃ। যে চ তচ্ছব্দেন কৃষিণাভ্যাং পরমানন্দমাত্রং বাচয়ন্তি তেঽপি ঈশ্বরাদি বিশেষণৈস্তত্র স্বাভাবিকীং শক্তিং মন্যেরন্। তস্মিন্ তস্মান্ দ্বিতীয়ত্বেন সর্ব্বকারণত্বেন চ বস্তু স্বরশক্ত্যারোপাযোগাৎ তথাচ শ্রুতিঃ। আনন্দ ব্রহ্মেতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদ্য আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেবমানি ভূতানি জায়ন্তে। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। নহু। স্বমতে যোগবৃত্তৌ চ সর্ব্বাকর্ষকপরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধানাদবিগ্রহ এব স

কৃষ্ণ শব্দের যৌগিকার্থটি সাধিত হইল। যাঁহারা সেই শব্দে কৃষ্ ধাতু এবং ণ প্রত্যয় দ্বারা পরমানন্দমাত্রই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাও ঈশ্বরাদি বিশেষণে স্বাভাবিকী শক্তিকেই মানিয়া থাকেন, সুতরাং এই জগতের সর্ব্বকারণের কারণ যে অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু আছে, এই শক্তির আরোপ করা যাইতে পারে না। শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মই আনন্দ বা আনন্দই ব্রহ্ম, আর কেহ নহে, নচেৎ কে বর্ত্তমান থাকিত, আনন্দ হইতে এই সমস্ত দৃশ্যমান ভূত জন্মিয়াছে, তাঁহার কার্য্য বা কারণ নাই, তাঁহার সমান নাই, তাঁহা হইতে অধিকও নাই, বিবিধ প্রকারেই ইহার পরমাশক্তিকে শুনা গিয়া থাকে, যথা—স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি। নিজমতে যৌগিক বৃত্তিতে কৃষ্ণই সর্ব্বাকর্ষক, পরম বৃহত্তম এবং আনন্দ ইহাই উক্ত হইল, বস্তুতঃ এই সমস্ত বাক্যে তিনি নিরাকার হয়েন। কারণ আনন্দসুখবিশেষ, তাঁহার আকার হইতে পারে না, তবে ইহার সিদ্ধান্ত কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা, যথা—উক্ত বাক্য সত্য হইলেও এই কৃষ্ণ পরম অপূর্ব্ব, পূর্ব্বসিদ্ধ

ইত্যবগম্যতে। আনন্দস্য বিগ্রহত্বনবগমাৎ। সত্যং॥ কিঞ্চৈবং পরামর্শপূর্ব্বঃ পূর্ব্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহো লক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ এবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবে। "ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবিতি" তাপনী হয়শীর্ষয়োরপি। "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি" ব্রহ্মাণ্ডে চ শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তবে। "নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং খল্বব্যভিচারত্বমুচ্যতে তদ্রূপত্বঞ্চ তস্য শ্রীদশমে ব্রহ্মাদি বাক্যে। "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্য" মিত্যত্র ব্যক্তং শ্রীদেবকীবাক্যে চ। "নষ্টে

আনন্দবিগ্রহ অর্থাৎ যে বিগ্রহ-সৎ, চিৎ ও আনন্দলক্ষণাক্রান্ত তাহাই তাঁহার রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ব্রহ্মস্তুতিতে বলিয়াছেন যে, হে ভগবন্! তোমার তনু নিত্যসুখবোধা এবং তুমি অনন্ত। তাপনী এবং হয়শীর্ষও বলিয়াছেন। কৃষ্ণ অক্লিষ্টকারী ও সচ্চিদানন্দ রূপ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামস্তবে উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজের ব্রজস্থিত লোক সকলের আনন্দদায়ী। এই সকল প্রমাণবাক্যে ইহাই বুঝা যায় যে, সত্য অব্যভিচারী (অন্যথা) নাই। দশমস্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ব্রহ্মাদি সত্যের ব্যভিচার দেবগণ বলিয়াছেন, ভগবন্! আপনি সত্য-ব্রত অর্থাৎ আপনকার সঙ্কল্প সত্য, সত্যই আপনাকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিসাধন অর্থাৎ সত্যাচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তিনকালেই অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ের পর এবং স্থিতি সময়ে সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যভিচারে সর্ব্বদা বর্ত্ত-মান আছেন।

৩ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে দেবকী বলিয়াছেন, হে প্রভো! দ্বিপরার্দ্ধকালের অবসান হইলে চরাচর লোক বিনষ্ট হয়।

লোকে বিপর্য্যয়াবসানে, মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু। ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে, ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ। মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্ব্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি" ইত্যাদি সর্ব্বা। একোঽসি প্রথমমিত্যাদি। শ্রীব্রহ্মণো বাক্যে তদিদং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যত ইতি শ্রীগীতাসু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরু

সে সময় পৃথিব্যাদি মহাভূত আদিভূতে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে (তন্মাত্রে) বিলয় প্রাপ্ত হয়। পরে ব্যক্ত সেই আদিভূত কালবশতঃ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে একমাত্র আপনি অবশিষ্ট থাকেন। সে সময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনার প্রজ্ঞা হয় অর্থাৎ "আমাতে এই সমস্ত বিশ্ব বিলীন আছে" এইরূপ বোধ করেন॥

তথা ২৪ শ্লোকে, হে আদ্য! এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ বিষধর হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করত সকল লোকের প্রতিই ধাবমান হইয়াছিল, কাহাকেও নির্ভয় পায় নাই। কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়হেতু আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়াতে এক্ষণে সুস্থ হইয়া শয়ন করিতেছে। ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অপগত হইল॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে "আপনি প্রথমে একমাত্র ছিলেন" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। যেহেতু আমি ক্ষর (ক্ষয়শীল বস্তু) হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সুতরাং কি লোক, কি বেদ সর্ব্বত্রই আমি পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকি তাপনা শ্রুতিতে

বোত্তম ইতি। তাপন্যাং। জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি, যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতীত্যাদি। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতীত্যাদি চ। তত্র পূর্ব্বত্র সৌর্য্য ইতি। সৌরী যমুনা তদদূরভবদেশ বৃন্দাবন ইত্যর্থঃ। অথ চিদ্রূপত্বং স্বপ্রকাশত্বেন পরপ্রকাশকত্বং। তচ্চোক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মণা। একস্ত্বমাত্মেত্যাদৌ স্বয়ংজ্যোতিরিতি। তাপন্যাং। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাঃ পায়য়তি স্ম কৃষ্ণঃ তং দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেদিতি। ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং

বলিয়াছেন যে এই আত্মা জন্ম জরা হইতে ভিন্ন ও অচ্ছেদ্য, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে ও কামধেনু প্রভৃতি গোসমূহে বর্ত্তমান এবং যিনি গোসমূহকে পালন করেন, তথা যিনি গোপসমূহে বর্ত্তমান। অপিচ, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়, এই শ্রুত্যুক্ত পূর্ব্বে যে "সৌর্য্যে" এই কথাটী বলা হইয়াছে তাহার অর্থ "সূর্য্যকন্যা সৌরী" অর্থাৎ যমুনা, তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ বৃন্দাবন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

অতঃপর সচ্চিদানন্দ, এই পদের অন্তর্নিবিষ্ট চিৎশব্দের অর্থ বলা যাইতেছে।

যিনি স্বপ্রকাশ হইয়া পরকে প্রকাশ করেন তাঁহারই নাম চিৎ, ইহা দশমস্কন্ধে উক্ত আছে যে, আপনি আত্মা এবং স্বয়ং জ্যোতি। তাপনীশ্রুতিতেও বলিয়াছেন যে, যে কৃষ্ণ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে ব্রহ্মবিদ্যা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই এই আত্মবৃত্তিতে প্রকাশশীল শ্রীকৃষ্ণকে মুমুক্ষু (মোক্ষাকাঙ্ক্ষী) ব্যক্তিগণ আশ্রয় করিবে। অপর শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, ইহাঁর রূপ চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় না, ইনি

ধামিতি শ্রুত্যন্তরবৎ। যথানন্দরূপত্বং সর্ব্বাংশেন নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্বং। তচ্চ শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবান্তে। ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরয়োর্ব্যক্তং। তথা চানুভূতমানকদুন্দুভিনা। বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃগিতি। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপমিতি শ্রুত্যন্তরবৎ। তদেবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধং। ততো জীববদ্দেহিত্বং তস্য নেত্যপি সিদ্ধান্তিতং। যথোক্তং

যাহাকে অনুগ্রহ করেন বা যাহার অন্তঃকরণে প্রকাশ পান তিনি ইহাঁকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার নিকটে আত্মা স্বীয় তনু প্রকাশ করেন।

অতঃপর সচ্চিদানন্দ এই পদের তৃতীয় আনন্দ শব্দের ব্যাখ্যা হইতেছে।

সর্ব্বাংশে নিরুপাধি (নিরবচ্ছিন্ন এক বা অদ্বয়) পরম-প্রেমের আস্পদই আনন্দ। ইহা দশমস্কন্ধের ব্রহ্মস্তবের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, হে ব্রহ্মন্! আপনি পরোদ্ভব কৃষ্ণ ইত্যাদি। এই প্রশ্ন ও উত্তর বাক্যে তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে। এবং আনকদুন্দুভি বসুদেব মহাশয়ও অনুভব করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি এক্ষণে প্রকৃতির পর সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে বিদিত হইতেছেন। আপনি কেবল, অনুভব (স্বসম্বোধন) দ্বারা অনুভূত আনন্দস্বরূপ এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। যেমন অন্য শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যে, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, অতএব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইল।

এখন বিগ্রহই আত্মা ও আত্মাই বিগ্রহ, ইহাই ধ্রুবসিদ্ধান্ত সুতরাং তাঁহার দেহ জীবের ন্যায় নহে, ইহাও অপর স্থির-সিদ্ধান্ত জানিবে। শুকদেব বলিয়াছেন যে এই শ্রীকৃষ্ণ-

শুকেন। কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী-বাভাতি মায়য়া ইতি। তথাপি তস্য দেহবল্লীলা কৃপাপরবশতয়ৈবেত্যর্থঃ। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশঃ। তদেবমস্য তথা তল্লক্ষণং শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে সোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন ক্বচিদ্বৃষ্ণীন্দ্রত্বং ক্বচিদ্গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাদশে সূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দগোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যানিতি স্বাভীষ্ট

কেই সকলের আত্মা বলিয়া জানিবে, জগতের হিতের নিমিত্ত নিজমায়ায় দেহী অর্থাৎ জীবের ন্যায় ইনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি যে সাধারণ দেহধারি জীবেরমত লীলা করেন, এ কেবল তাঁহার কৃপা ভিন্ন কিছুই বলা যায় না। উক্ত শুকবাক্যস্থ মায়া শব্দও কৃপা বাচক, কারণ বিশ্বপ্রকাশ-নামক অভিধানে আছে যে, মায়া শব্দে দম্ভ ও কৃপা বুঝায়। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে, ঐ গুলি তাঁহার লক্ষণ। ইহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণত্বই সিদ্ধ হইল তবে উভয় লীলাভিনিবিষ্ট বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও বৃষ্ণীন্দ্র কোথাও গোবিন্দ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইহা ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে ১১ অ ২২ শ্লোকে শ্রীসূত বলিয়াছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখা! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! আপনি পৃথিবীর বিঘ্নকারি রাজন্যবংশের নাশ করিয়াছেন। হে অক্ষীণবীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতা ও নারদাদি ঋষিগণ আপনার নির্ম্মল যশঃ সর্ব্বত্র গান করেন। আপনার নাম শ্রবণেই মঙ্গল হয়। অতএব এই ভক্তগণকে রক্ষা করুন॥

অতঃপর গোবিন্দ শব্দের অর্থ বিবৃত হইতেছে।

কৃষ্ণের রূপ লীলা পরিকর এ সমস্তই নিজাভীষ্ট এবং

রূপলীলাপরিকরবিশিষ্টতয়া গোবিন্দত্বমেব স্বারাধ্যত্বেন যোজয়তি গোবিন্দ ইতি। যথা চৈবাগ্রে স্তোষ্যতে। চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ ইত্যাদি শ্রীদশমে শ্রীগোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভিবাক্যং। ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ইতি। অভিষেকান্তে গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাদিত্যুক্তং। তৎপ্রকরণান্তে শ্রীশুকপ্রার্থনা। প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি। গবাং সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদ্গবেন্দ্রত্বেনৈব সর্ব্বেন্দ্রত্বসিদ্ধেঃ। ন চেদং ন্যূনং মন্তব্যং। তথা হি গোসূক্তং। গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ ষড়ঙ্গপদক্রমা ইতি। অস্তু তাবৎ

নিত্য সঙ্গী সুতরাং গোবিন্দই আরাধ্য। এবং শ্লোকস্থ গোবিন্দ শব্দে তাহাই যোজিত হইতেছে এবং "চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষ" ইত্যাদি এতদগ্রস্থীয় পরাস্থিত শ্লোক-দ্বারা এইরূপে স্তুত হইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৭ অ ১৮ শ্লোকে শ্রীগোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভির বাক্য যথা—হে জগৎপতে! আপনি আমাদের ইন্দ্র হউন। এবং অভিষেকান্তেও গোবিন্দ বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন।

সেই প্রকরণের শেষেও শ্রীশুকপ্রার্থনাতে উক্ত হইয়াছে যে, গোগণের ইন্দ্র সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সম্বন্ধে প্রীত হউন, গোগণ অম্মোৎপত্তির কারণ বলিয়া সকলের আশ্রয়। সুতরাং গোগণ সর্ব্বেন্দ্র বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বাক্য কিছুতেই হীন বলিয়া যেন মানা না হয়, কারণ গোসূক্তও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন, যথা—গো সকল হইতেই ঘৃতাদি উৎপাদন বশতঃ যজ্ঞসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়, গো সকল হইতেই যজ্ঞাদিতে প্রীত হইয়া দেবগণ উত্থিত হয়েন, গোগণ দ্বারাই দেবতোৎপত্তি বশতঃ বেদসকল উচ্চারিত হইয়াছে এবং এই

পরমগোলোকাদবতীর্ণানাং তাসাং গবানিন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ। ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধিতং প্রকাশিতং। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং সুরতুরুহ-তলাসীনং সততং সমরুদ্গণোহহং তোষয়ামীতি। তথৈব শ্রীদশমে। তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলে ইত্যাদি। তত্র শ্রীনন্দনন্দনত্বেনৈব চ তং লক্ষ্যং তৎপ্রার্থনা। নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়েত্যাদি। পশুপাঙ্গ-

বেদগণই ছয় অঙ্গ * বিশিষ্ট ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। গোসকল পরম গোলোকধাম হইতে অবতীর্ণ, তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা আর অধিক কি বলিব, তাপনীশ্রুতিসমূহে ব্রহ্মা গোগণের সহিত ভগবান্‌কে একাত্মা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার তদীয়ত্ব পুরস্কারে উপাসনাও প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—গোবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি সুরভূরুহ অর্থাৎ কল্প-বৃক্ষের তলে আসীন এবং নিয়ত আমি সকল দেবগণের সহিত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেছি। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৪ অ ৩২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আপনি যখন এই গোকুলধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন এখানকার বৃক্ষাদি হইয়া অরণ্যে জন্মগ্রহণ করাও এক মহান ও প্রচুর ভাগ্য বলিতে হইবে, ঐ স্থলে ১৪ অ ১ শ্লোকে ব্রহ্মাও বলিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি পশুপালক নন্দ রাজের অঙ্গজ

* ছয়টী বেদাঙ্গ, যথা—শিক্ষা (পাণিনীয় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও প্লুত স্বর শিখিবার শাস্ত্র) ১। কল্প (সূত্রবিশেষ) ২। ব্যাকরণ (শব্দসাধন শাস্ত্র) ৩। নিরুক্ত (যাস্ক প্রভৃতি মুনিকৃত নিপাতনাদি সূত্র সকল) ৪। জ্যোতিষ (ইহা ফলিত ও গণিতভেদে দুই প্রকার। অঙ্কনির্ণায়ক এবং সূর্য্যাদি গ্রহনির্ণায়ক-শাস্ত্র) ৫। ছন্দঃ (বর্ণ ও মাত্রাদি প্রতিপাদকশাস্ত্র) ৬॥

ত্যস্মৈতি। তদেবং গোবিন্দাদিশব্দস্য পরমৈশ্বর্য্যময়স্য সার্থতাপি তেনাভিমতা। তথাচোক্তং। ঈশ্বরত্বপরমেশ্বরত্বানুবাদপূর্ব্বকতাৎপর্য্যাবসানতয়া। গৌতমীয়-তন্ত্রে শ্রীমদ্দশাক্ষরমন্ত্রার্থকথনে। গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যা জ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ। সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলং। অনয়োর্বল্লভঃ প্রোক্তং

(পুত্র), আপনি বিদ্যুতের ন্যায় পীতাম্বরধারী এবং নবনীরদ বৎ শ্যামলবর্ণ, অতএব আপনার নিমিত্তই আপনাকে স্তব করি। ইহাতেও শ্রীনন্দনন্দন বলিয়াই স্তব করা হইয়াছে।

গোবিন্দ প্রভৃতি শব্দ নানাবিধ ও পরম ঐশ্বর্য্যময় সুতরাং ইহার সার্থকতাও ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরত্ব ও পরমেশ্বরত্বের অনুবাদ পূর্ব্বক তাৎপর্য্যের অবসান করিয়া "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্রের অর্থকথন বিষয়ে গৌতমীয় তন্ত্রেও ইহাই বলিতেছেন। গোপীকে প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের আদি এবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের * পরিপূরক জন অর্থাৎ পুরুষকেই পুমান্ বলিয়া জানিবে।

এই উভয়ের যিনি আশ্রয় বা কারণ তিনিই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সান্দ্রানন্দ ও পরম জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। পক্ষান্তরে, গোপী প্রভৃতি, তাঁহারই অংশ সমূহ জন

* চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, যথা—প্রকৃতি ১। মহৎ (বুদ্ধিসমষ্টি) ২। অহঙ্কার ৩। পঞ্চতন্মাত্র (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সূক্ষ্মাবস্থা) ৮। কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ (হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য ও মুখ) জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ (কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা) ১৮। মন ১৯। প্রাণ পঞ্চঃ (প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান] ২৪।

স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে। অনেক-জন্ম সদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ইতি। প্রকৃতিরিতি মায়াখ্যাং জগৎকারণশক্তিমিত্যর্থঃ। তত্ত্বসমূহকো মহদাদি-রূপঃ। অনয়োরাশ্রয়ঃ সান্দ্রানন্দঃ পরং জ্যোতিরীশ্বরো বল্লভশব্দেন কথ্যতে। ঈশ্বরত্বে হেতুরাপ্যা কারণত্বেন চেতি। প্রকৃতিরিতি স্বরূপভূতা মায়াতীতা বৈকুণ্ঠাদৌ প্রকাশমানা মহালক্ষ্ম্যাখ্যা শক্তিরিত্যর্থঃ। অংশমণ্ডলং সঙ্কর্ষণাদি ত্রয়ং। অনেকজন্মসিদ্ধানামিত্যত্র। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুনেতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনাদনাদিজন্মপরম্পরায়ামেব। তাৎপর্য্যং। তদেবমত্রাপি নন্দনন্দনত্বেনাভিমতং শ্রীগর্গেণ চ তথোক্তং। প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবা-

অর্থাৎ পুরুষ এহ উভয়ের পতি কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। এই ঈশ্বর কার্য্য ও কারণসমূহের পতি ইহাই শ্রুতিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনেক জন্মসংসিদ্ধ গোপীগণের পতি, ইনি নন্দনন্দন ও ত্রৈলোক্যের আনন্দবর্দ্ধন, এস্থলে প্রকৃতি শব্দের অর্থ মায়া বা জগতের কারণ শক্তি। মহদাদি-রূপ তত্ত্বসমূহই এই উভয়ের আশ্রয়। বল্লভ শব্দে সান্দ্রা-নন্দ পরমজ্যোতি বুঝিতে হইবে, যেহেতু ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক ও কারণ। অথবা প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বরূপভূতা ও মায়ার অতীতা এবং বৈকুণ্ঠাদি লোকে প্রকাশমানা মহালক্ষ্মী নাম্নী শক্তি। অংশমণ্ডল শব্দে সঙ্কর্ষণাদি। হে অর্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। এই শ্রীভগবদ্গীতা-বাক্যে "অনেক জন্ম" শব্দে জন্মপরম্পরা বা জন্মশ্রেণী অর্থাৎ অসংখ্য জন্ম বুঝিতে হইবে তাহাই এস্থলে নন্দনন্দনত্ব পুর-স্কারে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। "তোমার এই আত্মজ পূর্ব্বে

ত্মজ ইতি। যুক্তং চ তৎ। আত্মজং হি তস্য শ্রীবসুদেবস্যাপি মনস্যাবির্ভূতত্ব-মেব মতং আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেরিতি। ব্রজেশ্বরস্যাপি তথা-সীদেব শ্রীভগবৎপ্রাদুর্ভাবস্য পূর্ব্বাব্যবহিতকালং ব্যাপ্য তথা সর্ব্বত্র দর্শনাৎ। কিন্ত্বাত্মনি তস্যাবির্ভাবে সত্যপ্যাত্মজত্বায় পিতৃভাবময়শুদ্ধমহাপ্রেমৈব প্রযোজকং। ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্বরাহদেবস্যাবির্ভাবেঽপি ব্রহ্মণি বরাহদেবে লোকে চ তদবগমাদর্শনাৎ তাদৃশশুদ্ধপ্রেমাতু শ্রীব্রজরাজ এব শ্রীবসুদেবেত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞান-

বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন।" শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে ৮ অ ১০ শ্লোকে নন্দের প্রতি গর্গাচার্য্যের বাক্যেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে অর্থ, বসুদেব হইতে আবির্ভাব অর্থাৎ প্রকাশমাত্র, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নন্দেরই আত্মজ। আনকদুন্দুভি বসুদেবের মনে অংশতঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। কারণ বসুদেবের পক্ষে বলা হইয়াছে যে "দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ব্ব গুহাশয় বিষ্ণু আবিরাসীৎ" আবিভূর্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, নন্দের পক্ষে উক্ত হইয়াছে যে "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ" আত্মজ উৎপন্ন হইলে পর নন্দ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। আত্মজত্বপ্রত্যায়িকা বুদ্ধি এবং আত্মজত্ব পুরস্কারে উৎপন্নত্ববুদ্ধি ইত্যাদি অর্থ নন্দের পক্ষে, কিন্তু বসুদেবের পক্ষে নহে, সন্দর্ভাদিতে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বসুদেবগৃহে প্রকাশ, তাহার অব্যবহিত পরেই ব্রজেশ্বর নন্দগৃহে উৎপত্তি, ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। নন্দের আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেও বিশুদ্ধভাবময় মহাপ্রেম বাৎসল্যরসই ঐ আত্মজত্বজ্ঞানের প্রতি প্রধান হেতু। ব্রহ্মা হইতে বরাহদেবের আবির্ভাবেও ব্রহ্মাতে ও বরাহদেবে এইরূপ

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ॥ ২ ॥

প্রতিবদ্ধ ইতি সাধুক্তং প্রাগয়ং বসুদেবস্যেতি। অতঃ শ্রীমদ্দশাক্ষরবিনিয়োগে ঽপি তন্ময় এব দৃশ্যতে ॥ ১ ॥

অথ তস্য তদ্রূপতাসাধকং নিত্যং ধাম প্রতিপাদয়তি সহস্রপত্রং কমলমিত্যাদিনা। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলমিত্যাদিনা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ীতি বক্ষ্যমাণাচ্চিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং তচ্চ মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং স্থান। মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তত্তু নানা

লৌকিকদৃষ্টি প্রতীত হয়, কিন্তু সেই বিশুদ্ধ প্রেম কেবল ব্রজরাজ নন্দেই বর্ত্তমান। বসুদেবেও ঐ প্রেমের অভাব নাই, কিন্তু তাহা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে প্রতিবদ্ধ সুতরাং বসুদেবনিষ্ঠ প্রেম বিশুদ্ধ নহে, উহা মলিন প্রেম। অতএব "পূর্ব্বে ইনি বসুদেবের পুত্র ছিলেন" এই বাক্য অতীব সাধু। এই জন্যই "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মহামন্ত্রের বিনিয়োগেও তন্ময় অর্থাৎ "কৃষ্ণ সেই মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রে ও কৃষ্ণে অভেদ" ইহাই দেখা যায় ॥ ১ ॥

সহস্রদল কমলের আকার গোকুলনামে ভগবানের যে একটি ধাম আছে, সেই ধাম এই সহস্রদলের কর্ণিকারস্বরূপ এবং অনন্তদেব যাঁহার অংশ সেই শ্রীবলদেবের নিত্য বাসস্থান সুতরাং গোকুলই মহৎ ধাম ॥

টীকাব্যাখ্যা। যাহাতে সহস্রপত্র আছে, এতাদৃশ কমলস্বরূপ গোকুলমণ্ডল, উহা ভগবানের নিত্য ধাম। তথাকার ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, চিন্তামণিময় পদ্মস্বরূপ গোকুল, তাহা

প্রকারং শ্রূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষণত্বেন নিশ্চিনোতি গোকুলাখ্যমিতি। গোকুলমিত্যাখ্যা রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীদশমে। ভগবান্ গোকুলেশ্বর ইতি। অতএব তদনুকূলত্বেনোত্তরগ্রন্থেঽপি ব্যাখ্যেয়ং। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনন্দ-যশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরং তৈঃ সহবাসিতা অগ্রে সমুদ্দেক্ষ্যতে। তস্য স্বরূপমাহ তদিতি। অনন্তস্য বলদেবস্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ সম্ভবঃ সদাবির্ভাবো যস্য তৎ তথা তন্ত্রৈরেতদপি বোধ্যতে। অনন্তোঽংশো যস্য তস্য

মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ অর্থাৎ স্থান অথবা মহৎ শব্দে মহাভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদ এবং তাহাই মহাবৈকুণ্ঠ-রূপ। ইহাই ঐ মহৎ পদের অর্থ। ঐ পদ নানাপ্রকার শুনা যায়, এই আশঙ্কায় বিশেষণদ্বারা নিশ্চয় কহিলেন। ঐ পদের নাম গোকুল। এই স্থানে গোকুল শব্দের রূঢ়িবৃত্তি হেতু গোপদিগের বসতিস্থল। রূঢ় যোগার্থকে অপহরণ করিয়া থাকে, এই ন্যায়ে গোকুল শব্দে গোপদিগের বসতি স্থানকেই বুঝাইতেছে, কিন্তু গোসমূহ বা অন্য কিছু বুঝাইতেছে না, এই অভিপ্রায়ে ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১০ অ ৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ" অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গোকুলের ঈশ্বর" অতএব তাহার অনুকূলহেতু উত্তরগ্রন্থেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গোকুলধাম নন্দ-যশোদাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাসযোগ্য, এই জন্যই মহৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এখন সেই মহৎ পদের স্বরূপার্থ বলিতেছেন। অনন্ত অর্থাৎ শ্রীবলদেবের অংশ বা ব্রহ্মজ্যোতির্বিভাগক্রমে উৎপন্ন বলিয়া গোকুলকে মহৎ পদ বলা যায়, অথবা অনন্তই

কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥

শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি ॥ ২ ॥

সর্ব্বমন্ত্রগণসেবিতস্য শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাখ্যমহামন্ত্ররাজপীঠস্য মুখ্যপীঠমিদমিত্যাহ কর্ণিকারমিতি দ্বয়েন। মহদ্‌যন্ত্রমিতি যৎপ্রকৃতিরেব সর্ব্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যত ইত্যর্থঃ। যন্ত্রমেব দর্শয়তি ষট্‌কোণান্যভ্যন্তরে যস্য তৎ। বজ্রকীলকং কর্ণিকারে বীজরূপহীরককীলকশোভিতং। মন্ত্রে চ চকারোপলক্ষিতা চতুরক্ষরী কামরূপা জ্ঞেয়া। ষট্‌কোণত্বে প্রয়োজনমাহ ষট্‌ অঙ্গানি যস্যাঃ সা ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী তস্যাঃ স্থানং প্রকৃতির্মন্ত্রস্বরূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণরূপত্বাৎ। তচ্চোক্তং ঋষ্যাদিস্মরণে কৃষ্ণঃ প্রকৃতিরিতি। পুরুষশ্চ স এব তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপঃ তাভ্যামবস্থিতমধিষ্ঠিতং। স হি চতুর্ধা প্রতীয়তে। মন্ত্রস্য কারণত্বেন, বর্ণসমুদায়রূপত্বেন, অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপত্বেন, আরাধ্যরূপত্বেন চ।

যাঁহার অংশ, এতাদৃশ শ্রীবলরাম যে স্থানে বাস করিতেছেন এজন্যও গোকুল মহৎ ধাম। সেই সহস্রদল গোকুলনামক পদ্মের কর্ণিকারমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আবির্ভাব হেতু গোকুলকেই মহৎ ধাম বলা যায় ॥ ২ ॥

"ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ। গোকুল তাহার মুখ্য পীঠস্থান, সুতরাং গোকুলকে সেইরূপে বর্ণন করা যাইতেছে। ঐ কর্ণিকার একটি মহৎ যন্ত্র। কারণ, যাহার প্রতিকৃতি সর্ব্বত্র পূজার জন্য লিখিত হইয়া থাকে। ঐ কর্ণিকার ষট্‌ কোণ, বজ্রকীলক অর্থাৎ কামবীজ রূপ হীরকের কীলক যুক্ত ছয় অঙ্গ সমন্বিত ষট্‌পদী অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্রের

প্রেমানন্দ-মহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।

তত্র কারণত্বেনাধিষ্ঠাতৃরূপত্বেনাপ্যত্রোচ্যতে। আরাধ্যরূপত্বেন প্রাগুক্তঃ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ ইতি। বর্ণরূপত্বেনাগ্রত উদ্দিষ্যতে কামঃ কৃষ্ণায়েতি। যথোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে। বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতামন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিত ইতি। গোপালতাপনীশ্রুতিষু। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব §। কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি। কৃষ্ণ চ দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চ শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া। অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে। যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যত ইত্যাদি অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম তস্মাদিয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তিশ্চাত্র কৃচ্ছ্রেণ দুর্গারাধনাদিবহুপ্রয়াসেন গম্যতে জ্ঞায়ত ইতি। তথাচ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে। জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা। একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ। ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ং। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা। অস্যা আবারিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিন ইতি চ। তথাচ সম্মোহনতন্ত্রে। যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহং। যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মীরাধা নিত্যা পরাদ্বয়া। ইতি প্রতি দুর্গোবাচ। কিঞ্চ। প্রেমরূপা য আনন্দমহানন্দরসাস্তৎপরিপাকভেদাত্মকেন তথা জ্যোতীরূপেণ স্বপ্রকাশেন মনুনা মন্ত্ররূপেণ

চারি পাদই চারিটি পদ বা স্থান, প্রকৃতি ও পুরুষের বিহারাস্পদ, যে ধাম প্রেমানন্দ জনিত মহানন্দরসে অবস্থিত, অপিচ

§ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। ইতি পাঠান্তরং॥

জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতং ॥ ৩ ॥
তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ ৪ ॥

কামবীজেন সঙ্গতমিতি মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বেঽপি কামবীজস্য পৃথগুক্তিঃ কুত্র চ ন স্বাতন্ত্র্যাপেক্ষয়া ॥ ৩ ॥

তদেবং তদ্ধামোক্ত্বা তদাবরণান্যাহ তদিত্যর্দ্ধেন। তস্য কর্ণিকারূপধাম্নঃ কিঞ্জল্কং কিঞ্জল্কাঃ শিখরাবলিবলিত প্রাচীরপঙ্ক্তয় ইত্যর্থঃ। তত্তদংশানাং তস্মিন্নংশাদয়ো বিদ্যন্তে যেষাং পরমপ্রেমভাজাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। গোকুলাখ্যমিত্যুক্তেরেব তেষাং তৎসজাতীয়ত্বঞ্চোক্তং স্বয়ং শ্রীবাদরায়ণিনা। এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ সজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসব ইতি। অতএব কমলস্য পত্রাণি শ্রিয়াং তৎপ্রেয়সীনাং গোপীরূপাণাং শ্রীরাধাদীনামুপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। গোপীরূপত্বাসাং মন্ত্রস্য তন্নাম্না লিঙ্গিতত্বাৎ রাধাদিত্বঞ্চ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা-রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি বৃহদ্গৌতমীয়াৎ। রাধা বৃন্দাবনে বনে ইতি মৎস্যপুরাণাৎ। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ইতি ঋক্‌পরিশিষ্টাচ্চ তত্র পত্রাণাং উচ্ছ্রিতপ্রান্তানাং সন্ধিষু বর্ত্মান্যগ্রিমসান্ধষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অগণ্ডকমলস্য গোকুলত্বাৎ তথৈব গোকুলসমাবেশাচ্চ গোষ্ঠং তত্রৈব যত্তু স্থানান্তরে বচনমস্তি। সহস্রারং পদ্মং দল-তাতিষু দেবীভিরভিতঃ, পরতীঃ গোসঙ্ঘৈরপি নিখিলকিঞ্জল্কমিটিতৈঃ। কদাচিৎস্যাপ্তি স্বযমখিলশক্তিপ্রকটিতপ্রভাবঃ সদ্যঃ শ্রীপরমঃ পুরুষস্তং কিল ভজে। ইতি। তত্র গোসংখ্যৈরিতি তু পাঠঃ সমঞ্জসঃ। গোসংখ্যাশ্চ গোপা ইতি। গোপে গোপালগোসংখ্য গোধুগাভীর বল্লবা ইত্য-

---

জ্যোতিঃস্বরূপ কামবীজ মহামন্ত্রে যাহা অধিষ্ঠিত ॥ ৩ ॥

এইরূপে নিত্যধামের বর্ণন করিয়া তাহার আবরণ সকলও বলিতেছেন। যথা—ঐ পদের কিঞ্জল্ক (কেশর) ও পত্রগুলি সমস্তই তদংশতার আস্পদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-

চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতং।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতং ॥

সরঃ। কবাট ইতি কবাটানামভ্যন্তরে কর্ণিকা মধ্যদেশ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্ত্যা প্রকটিতপ্রভাবো যেন সঃ পরমঃ পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অথ গোকুলাবরণান্যাহ চতুরস্রমিতি চতুর্ভিঃ। তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং। তদেতদুপলক্ষণং। গোকুলাখ্যক্ষেত্র্যর্থঃ। যদ্যপি গোকুলেঽপি শ্বেতদ্বীপমস্ত্যেব তদেবান্তরভূমিময়ত্বাত্তথাপি বিশেষস্মায়তনত্বাং তেনৈব তৎপ্রতীয়ত ইতি। তথোক্তং। কিন্তু চতুরস্রেঽপ্যন্তর্মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং জ্ঞেয়ং। তথাচ স্বায়ম্ভুবাগমে। ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা, ইদং সর্ব্বং ক্রমেণৈবেত্যুক্ত্বা তন্মধ্যে। বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষবিহঙ্গমৈঃ সংস্মরেদিত্যুক্তং। তথাচ শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে শ্রীভগবতি শ্রুতীনাং প্রার্থনাপূর্ব্বকাণি পদ্যানি। আনন্দরূপমিতি যদ্বিদন্তি হি পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ। শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস গোকুলং প্রকৃতেঃ পরং কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমধ্বগং। যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈরিত্যাদি। তচ্চ চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য চতুষ্কৃতং চতুর্দ্ধা বিভক্তং চতুর্দ্ধাম। কিন্তু দেবলীলত্বাত্তদুপরি ব্যোমযানস্থা এব তে জ্ঞেয়াঃ। হেতুভিস্তত্তৎপুরুষার্থসাধনৈর্মূর্ত্তরূপৈঃ স্বস্বমন্ত্রাত্মকৈরিন্দ্রাদিভিঃ সামাদয়শ্চত্বারো দেবাস্তৈরি-

---

স্বরূপ গোপাঙ্গনাগণই উহার কিঞ্জল্ক ও পত্ররূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ৪ ॥

ঐ গোকুলধামের চতুর্দ্দিকে অদ্ভুত শ্বেতদ্বীপ নামে একটী ধাম আছে, তাহার চারিটি কোণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারি মূর্ত্তিদ্বারা চারিভাগে বিভক্ত, ঐ চারি জন পুরুষই চারি হেতু (পুরুষার্থের উপায় বা সাধন) এত-

চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতং।
শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধোদিগ্বিদিক্ষ্বপি ॥

অর্থঃ। শক্তিভির্বিমলাদিভির্গোলোকনামায়ং লোকঃ শ্রীভাগবতে সাধিতঃ তদেবং তস্য লোকো বর্ণিতঃ তথাচ শ্রীভাগবতে। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ং। কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ। তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্মত্বা গোপাস্তমীশ্বরং। অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ। ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াঽখিলদৃক্ স্বয়ং। সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ। জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্। ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ। তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইতি। অতীন্দ্রিয়ং অদৃষ্টপূর্ব্বং স্বগতিং স্বধাম। সূক্ষ্মাং দুর্জ্ঞেয়ামুপধাস্যতি অস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ। ইতি সঙ্কল্পবন্ত ইতি শেষঃ। জনোঽসৌ ব্রজবাসী মম স্বজনঃ সালোক্যেত্যাদিপদ্যোর্জ্জনা ইতি বহুভয়প্রাপান্যজনত্বমশ্রুতমিতি। ব্রজজনস্য তু স্বকীয়স্বজনত্বমত্ত্বেন স্বয়মেব বিভাবিতং তস্মান্মচ্চরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিত ইত্যনেন স এতস্মিন্ প্রাপঞ্চিকে লোকে অবিদ্যাদিভির্যা উচ্চাবচা দেব তির্য্যগাদিরূপা গতয়স্তাসু স্বাং গতিং ভ্রমন্ তন্মিশ্রতয়াভিবা কুস্তঙ্গবিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বয়ং গতিং ন বেদেত্যর্থঃ। মদীয়লৌকিক লীলাবেশেষেণ জ্ঞানাংশতিরোধানাদিতি ভাবঃ। ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা। কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনামিতি শ্রীদশমোক্তেরবিদ্যাকামকর্ম্মণাং তত্রাস্য মর্য্যাৎ গোপানাং স্বয়ং লোকং গোলোকমর্থান্তান্ প্রত্যেবং দর্শয়ামাস তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্তত্বাদৃত এব সচ্চিদানন্দরূপ এবাসৌ লোক ইত্যাহ সত্যমিতি।

দ্বারা ঐ ধাম আবৃত। দশটি শূলে অর্থাৎ শূলরূপী ঊর্দ্ধাদি

অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।

অথ শ্রীবৃন্দাবনে তাদৃশদর্শনং কথং অনাদেশাস্তুতানাং তেষাং জাতমিত্যত্রাহ। ব্রহ্মহ্রদমক্রূরতীর্থং কৃষ্ণেন নীতাঃ পুনশ্চ তেনৈব মগ্না মজ্জিতাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তেনৈবোদ্ধৃতাঃ উদ্ধৃতাঃ পুনঃ স্বস্থানং প্রাপিতাঃ সন্তঃ ব্রহ্মণঃ পরমবৃহত্তমস্য তস্যৈব লোকং গোকুলাখ্যং দদৃশুঃ। মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠান্তরস্যাপি তত্তয়াখ্যাতেঃ। কোঽহংসৌ ব্রহ্মহ্রদস্তত্রাহ যত্রেতি তত্তীর্থমহিমানং লগমেব বিধাতুং সোঽয়ং পরিপাটীতি ভাবঃ। তত্র স্বাং গতিমিতি তদীয়তানির্দ্দেশঃ গোপানাং স্বং লোকমিতি ষষ্ঠীস্বশব্দয়োর্নির্দ্দেশঃ কৃষ্ণমিতি সাক্ষাত্তন্নির্দ্দেশশ্চ। বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য শ্রীগোলোকমেব ব্যবস্থাপিতবানিতি। তথাচ শ্রীহরিবংশে শক্রবচনং। স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাং। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হিঃ স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহং। গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাং। ব্রহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরাগতিঃ গবামেব হি যো লোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানে কৃতাত্মনা ধৃতো ধৃতিমতা বীরনিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিতি। অত্রাপাতপ্রতীতার্থান্তরে স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক ইত্যুক্তং স্যাৎ লোকত্রয়মতিক্রম্যোক্তেস্তত্র সোমগতিশ্চৈবেতি ন সম্ভবতি। চন্দ্রস্যান্যেষামপি জ্যোতিষাং ব্রহ্মলোকাদধস্তদেব গতিস্তথা সাধ্যাস্তং পালয়ন্তীত্যপি দেবযোনিরূপাণাং তেষাং স্বর্গলোকস্যাপি পালনমসম্ভবং কিমু ত তদুপরি লোকস্য সুরভিলোকস্য। তথা তস্য লোকস্য সুরভিলোকত্বে স হি সর্ব্বগত ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্বিগ্রহলোকয়োরচিন্ত্যশক্তিত্বেন বিভুত্বং ঘটেত ন পুনরন্যস্যেতি অতএব সর্ব্বাতীতত্বেত্তত্রাপি তব গতিরিত্যপি শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তং যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে ইত্যাদিকঞ্চোক্তং। তস্মাৎ

দশদিকে আবদ্ধ। শঙ্খ পদ্মাদি অষ্টনিধি যুক্ত, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত এবং দশাক্ষর মন্ত্ররূপী ইন্দ্রাদি দশদিক্

মণ্যুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতোবৃতং ॥

প্রাকৃতগোলোকাদান্য এবাসৌ গোলোক ইতি সিদ্ধং। তথাচ মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদ্বাক্যং। এবং বহুবিধৈরূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাং। ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনমিতি তস্মাদয়মর্থঃ। স্বর্গশব্দেন। ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা ইতি ভাগবতে দ্বিতীয়োক্ত্যানুসারেণ স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে তস্মাদুপরি ব্রহ্মালোকঃ ব্রহ্মাত্মকো লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো ভগবতো লোক ইতি বা মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি দ্বিতীয়াৎ। টীকা চ, ব্রহ্মালোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ ন তু সৃষ্টিপ্রপঞ্চান্তর্গতোঽত্র ইত্যেষা। শ্রুতিশ্চ। এষ ব্রহ্মলোক আত্মলোক ইতি। স চ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ ব্রহ্মাণঃ মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ ঋষয়ঃ শ্রীনারদাদয়ঃ গণশ্চ শ্রীগরুড়বিশ্বক্‌সেনাদয়স্তৈঃ সেবিতঃ এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদ্‌গমনাধিকারিণ আহ। তত্র ব্রহ্মালোক উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ শ্রীশিবঃ তস্য গতিঃ। স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্‌ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং। অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে, ইতি চতুর্থে রুদ্রগীতাৎ। সোমোত সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ষষ্ঠীলুক্‌ ছান্দসঃ। তদুত্তরত্রাপি গতিরিত্যন্বয়ঃ। জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেকাত্মভাবানাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। ন তু তাদৃশমপি সর্ব্বেষাং কিন্তু মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষানাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদি তুল্যানামিত্যর্থঃ। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃপ্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ইতি ষষ্ঠতঃ। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মত ইতি গীতাভ্যশ্চ। তেষেব মহত্বপর্য্যবসানাৎ। তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। তঞ্চ গোকং সাধ্যাঃ প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রসাদনীয়া মূলরূপা নিত্যতদীয়দেবগণাঃ পালন্তি দিক্‌পালরূপতয়া বর্ত্তন্তে। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তস্তত্র পূর্ব্বে

দশদিক্‌পালগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত শ্যাম, রক্ত, শুক্ল, পীতাদি

শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদৈর্বভৈঃ।

সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ইতিশ্রুতেঃ। তত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাস্তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ। ইতি মহাবৈকুণ্ঠবর্ণনে পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। যদ্বা। তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্ গোকুলেঽপীতি শ্রীব্রহ্মস্তবানুসারেণ তদ্বিধ পরমভক্তানামপি সাধ্যাঃ তাদৃশসিদ্ধিপ্রাপ্তয়ে প্রসাদনীয়াঃ শ্রীগোপগোপী প্রভৃতয়স্তং পালয়ন্তি তদেবঃ সর্ব্বোপরিগতত্বেঽপি। হি প্রসিদ্ধৌ। সঃ শ্রীগোলোকঃ সর্ব্বগতঃ শ্রীনারায়ণ ইব প্রাপঞ্চিকাপ্রাঞ্চিক বস্তুব্যাপকঃ। কৈশ্চিৎ ক্রমমুক্তিব্যবস্থয়া তথা প্রাপ্যমাণোঽপ্যসৌ দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণিতকমলাসনদৃষ্টবৈকুণ্ঠবৎ শ্রীব্রজবাসিভিরত্রাপি যস্মাদ্দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব। মহান্তং বিভুমাত্মানমিতি শ্রুতেঃ। অত্র হেতুঃ। মহাকাশং পরমব্যোমাখ্যং ব্রহ্মবিশেষেণ লাভাৎ। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়সিদ্ধেশ্চ। তদগতঃ ব্রহ্মাকারোদয়াঙ্গরমেব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তেঃ যথা অজামিলস্য। তদেবমুপর্য্যুপরি সর্ব্বোপর্য্যপি বিরাজমানে তত্র গোলোকে তব গতিঃ শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অতএব সা গতিঃ সাধারণী ন ভবতি। কিন্তু তপোময়ী তপোঽত্রানবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যং। সহস্রনামভাষ্যেঽপি। পরমং যো মহত্তপ ইত্যত্র তথা ব্যাখ্যাতং। স তপোঽতপ্যতেতি পরমেশ্বরবিষয়কশ্রুতেঃ। ঐশ্বর্য্যং প্রকাশয়াদিতি হি তত্রার্থঃ। অতএব ব্রহ্মাদিভির্দুর্বিতর্ক্যত্বমাহ যামিতি। অধুনা তস্য গোকুল ইত্যাখ্যা বীজমাভিব্যঞ্জয়তি গতিরিতি। ব্রাহ্মে ব্রহ্মলোকপ্রাপকে তপসি শ্রীবিষ্ণুবিষয়কমনঃ প্রণিধানে যুক্তানাং বতচিত্তানাং তদেক প্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠলোকঃ পরা প্রকৃত্যতীতা গবাং ব্রজবাসিমাত্রাণাং। মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপং ইতি। দশমাং। তেষাং স্বতন্ত্রত্বাবভাবিতানাঞ্চ সাধনবশাদিত্যর্থঃ। অতস্তস্যাপি সুলভত্বাদুরারোহাদিনা ধৃতো রক্ষিতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনো দ্ধরণেঽপি তথা স চক্ষুষামেব লোকঃ প্রদিষ্টঃ তাঃ বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গোমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। তত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমভাতি ভূরীতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ। তাং তানি। বাং যুগ্ময়োঃ কৃষ্ণরামযোঃ বাস্তূন লীলা-

বর্ণরূপ পার্ষদগণে সংযুক্ত ও পরিশোভিত, ঐ সকল পার্ষদ-

শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৫ ॥
এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ।
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ ॥ ৬ ॥

স্থানানি। গোমধ্যে প্রাপ্তমুশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিম্বিশিষ্টানি। যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গাঃ মহাশৃঙ্গা গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি ভূবিবাক্যে ধর্ম্মপরেণ ভূরিশব্দেন মহিষ্টমেবোচ্যতে নতু বহুতরমিতি বহুগুভলক্ষণেতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। অয়ঃ শুভাবহো বিধিরিত্যমরঃ। দেবাস ইতিবৎ। যুষত্তপদমিদং বৃষ্ণঃ সর্ব্বকামদুঘস্যেতি। অত্র ভূমৌ। তল্লোকো বেদে প্রসিদ্ধঃ শ্রীগোলোকাখ্যঃ। উরুগায়স্য স্বয়ং ভগবতঃ পরমং স্থানং ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ বেদ ইতি। যজুঃসু মাধ্যন্দিনীয়ে স্তূয়তে ধামান্যুশ্মসীতি বিষ্ণোঃ পরমং পদভাতি ভূরীতি। চাত্র প্রকারান্তরং পঠন্তি। শেষং সমানং ॥ ৫ ॥

অথ মূলব্যাখ্যামনুসরামঃ। বিরাট্ তদন্তর্য্যামিনোরভেদবিবক্ষয়া। পুরুষসূক্তাদাবেকপুরুষত্বং যথা নিরূপিতং তথা গোলোকতদধিষ্ঠাত্রোরপ্যাহ এবমিতি। দেবো গোলোকস্তদধিষ্ঠাতৃশ্রীগোবিন্দরূপঃ। সচ্চিদানন্দমিতি তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। নপুংসকত্বং। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতঃ। আত্মারামস্যান্যনিরপেক্ষস্য প্রকৃত্যা মায়য়া ন সমাগমঃ। যথোক্তং দ্বিতীয়ে। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে ইতি ॥ ৬ ॥

প্রবর অদ্ভুত শক্তিগণে পরিবৃত হয়েন ॥ ৫ ॥

এইরূপে দেখা যায় যে, পরমাত্মা হরি জ্যোতির্ম্ময়, সদানন্দ স্বরূপ, পরাৎপর এবং তিনি আত্মারাম (আত্মাতেই রমণ করেন) তাঁহার জড়রূপা প্রকৃতির সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই ॥ ৬ ॥

মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া ॥ ৭ ॥
নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।

অথ প্রপঞ্চাত্মনস্তদংশস্য পুরুষস্য তু ন তাদৃশত্বমিত্যাহ মায়য়েতি। প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে তস্মিংস্তস্যালয়াং যস্যাংশাংশাংশভাগেনেত্যাদেঃ। নন্বু তর্হি জীববত্তল্লিপ্তত্বেনানীশ্বরত্বং স্যাত্তত্রাহ আত্মনেতি স তু আত্মনা অন্তর্বর্ত্তিন্যাতু রময়া স্বরূপশক্ত্যৈব রেমে রতিং প্রাপ্নোতি বহিরেব মায়য়া সেব্য ইত্যর্থঃ। এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্যৎকরিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ। ইতি তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবাৎ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনীতি প্রথমে শ্রীমদর্জুনবাক্যাৎ। তর্হি তৎপ্রেরণং বিনা কথং সৃষ্টিঃ স্যাত্তত্রাহ সিসৃক্ষয়া স্রষ্টুমিচ্ছয়া যুক্তঃ। সৃষ্ট্যর্থং প্রহিতঃ কালো যস্মাৎ কারণাত্তাদৃশং যথা স্যাত্তথা রেমে। প্রথমান্তপাঠস্তু সুগমঃ। তৎপ্রভাবরূপেণ তেনৈব সা সিধ্যতীতি ভাবঃ। প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়মিতি। কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াঃ গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিতি চ তৃতীয়াৎ ॥ ৭ ॥

নন্বু রমৈব সা কা তত্রাহ নিয়তিরিত্যর্দ্ধেন। নিয়ম্যতে স্বয়ং ভগবত্যেব নিয়তা ভবতীতি নিয়তিঃ স্বরূপভূতা তচ্ছক্তির্দেবী দ্যোতমানা প্রকাশরূপে-

সেই আত্মারাম মায়ার সহিত রমণ করেন অর্থাৎ তিনি মায়ার সেব্য। কিন্তু মায়ার সহিত রমমাণ হইলেও মায়ার সহিত রমমাণ পুরুষের মায়াসম্বন্ধ নাই। তিনি আত্মারাম, কেবল কালের সৃষ্টীচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া আত্মাতেই আপনি রমণ করেন ॥ ৭ ॥

তাঁহাকে কালশক্তি বা নিয়তি বলা যায়, কারণ স্বয়ং ভগবানে নিরতা থাকেন। এই নিয়তি স্বরূপভূতা শক্তি ও দ্যোতমানা বা প্রকাশমানা অথচ তিনি কালরূপি ভগবানের

তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ কামবীজং মহদ্ধরেঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্যঃ। তদুক্তং দ্বাদশে। অনপায়িনা হরেঃ শক্তিঃ শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেরিতি টীকা চ, অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ। সাক্ষাদাত্মন ইতি স্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাত্তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ, ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন, বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ইত্যাদ্যুক্তা মায়া নেতি ধ্বনিতং। তত্রানপায়িত্বং যথা বিষ্ণুপুরাণে। নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ইতি। এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনীতি চ॥

নমু কুত্রাপি শিবশক্ত্যোঃ কারণতা শ্রূয়তে তত্র বিরাড়্বর্ণনবৎ কল্পনায়ত্তে তদঙ্গবিশেষস্থানাহ তল্লিঙ্গমিতি। তস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতি-রিতি। বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ প্রপঞ্চাত্মানন্তস্য মহাভগবদংশস্য স্বাংশজ্যোতি-রাচ্ছন্নত্বাদপ্রকটরূপস্য পুরুষস্য লিঙ্গং লিঙ্গস্থানীয়োঽংশঃ সৈব পরা প্রধানাখ্যা শক্তিরিতি পূর্ব্ববৎ। তত্র চ হরেস্তস্য পুরুষাখ্যমহদংশস্য কামো ভবতি সৃষ্ট্যর্থং তদ্দিদৃক্ষা জায়ত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ মহদিতি সজীবমহত্তত্ত্বরূপং বীজমাহিতং ভবতীত্যর্থঃ। সোঽকাময়তেতি শ্রুতেঃ। কাল বৃত্ত্যেত্যাদি তৃতীয়াচ্চ॥ ৮॥

শক্তি, কাল ও নিয়তি অথবা ভগবান্ এবং লক্ষ্মী এই দুইয়ের কখনই বিয়োগ নাই। জ্যোতীরূপ সনাতন ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপী হয়েন এবং যিনি রমাশক্তি, তিনিই যোনিরূপা পরা শক্তি, লিঙ্গ (জগৎকারণ) ও যোনি (জগৎসৃষ্ট্যাধার) এই দুইয়ের যে সংযোগ, সেই সংযোগোৎপন্ন অর্থাৎ "ক্লীঁ" এই বীজকে কামবীজ বলে। ঐ কামবীজ ভগবান্কে আকর্ষণ করিবার মহামন্ত্রস্বরূপ ॥ ৮ ॥

লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী প্রজাঃ ॥ ৯ ॥
শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ ॥ ১০ ॥
সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

অতঃ শিবশাস্ত্রমপি তদ্বিশেষাবিবেকাদেব স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ত্ততে বস্তুতস্তু পূর্ব্বোক্তপ্রায়মেবেত্যাহ লিঙ্গেত্যর্দ্ধেন। মাহেশ্বরী মাহেশ্বর্য্যঃ ॥ ৯ ॥

শক্তিমানিত্যর্দ্ধেন। তদেবানুদ্য তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তস্য প্রকটরূপস্যাপ্রকটরূপতয়া পুনরভিব্যক্তিরিত্যাহ তস্মিন্নিত্যর্দ্ধেন। তস্মাল্লিঙ্গরূপী প্রপঞ্চোৎপাদকস্তদংশোঽপি শক্তিমান পুরুষ উচ্যতে মহেশ্বরাখ্যোচ্যতে। ততশ্চ। তস্মিন্ ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাং প্রাপ্তে জীবানাং স এব পাতরিতি লিঙ্গে স্বয়ং তদংশী মহাবিষ্ণুরাবিরভূৎ প্রকটরূপেণাবির্ভবতি। যতো জগতাং সর্ব্বেষাং পরাবরেষাং জীবনাং স এব পতিরিতি ॥ ১০ ॥

তদেব বিবৃণোতি সহস্রশীর্ষেতি। সহস্রমংশা অবতারা যস্য স সহস্রাংশঃ।

শ্রীশিবশাস্ত্র অর্থাৎ শিব হইতে প্রজোৎপত্তি নির্ণায়ক শাস্ত্রও স্বতন্ত্র নহে, কেবল অজ্ঞানবশতঃ স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহাও শ্রীকৃষ্ণপর বুঝিতে হইবে, ইহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে। যথা—এই বিশ্বমণ্ডলে যত প্রজা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমুদায় সেই মহেশ্বর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে নির্ম্মিত, সুতরাং ঐ সকল প্রজাকে মাহেশ্বরী প্রজা বলা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

মহেশ্বর শব্দে যাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বা আদিকর্ত্তা বলা যায়, তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ। সকলের আদি লিঙ্গরূপী হয়েন, যাঁহাকে জগৎপতি মহাবিষ্ণু বলেন, তিনিও ঐ যোনি-লিঙ্গে (কামবীজে) আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

সেই যোনি-লিঙ্গাত্মক পরমপুরুষের সহস্র (অসংখ্য)

সহস্রবাহুর্বিশ্বাত্মা সহস্রাংশঃ সহস্রসূঃ ॥ ১১ ॥
নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাগতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্॥ ১২ ॥

সহস্রং সূতে সৃজতি যঃ স সহস্রসূঃ। হয়শীর্ষেতি সহস্রশব্দঃ সর্ব্বত্রাসংখ্যাতাপরঃ। দ্বিতীয়ে চ রূপমিদমুক্তং। আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি। অস্য টীকায়াং। যস্য সহস্রশীর্ষেত্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ পরস্য ভূম্নঃ আদ্যোঽবতার ইতি ॥ ১১ ॥

অয়মেব কারণার্ণবশায়ীত্যাহ নারায়ণ ইতি সার্দ্ধেন। অতঃ আপ এব কারণার্ণোনিধিরাবিরাসীৎ স তু নারায়ণঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ। ইতিপূর্ব্বং গোলোকাবরণত্বয়া যশ্চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণঃ সম্মতস্তস্যৈবাংশোঽয়মিত্যর্থঃ। অথ তস্য লীলামাহ যোগনিদ্রামিতি। স স্বরূপানন্দসমাধিমিত্যর্থঃ। তদুক্তং। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তস্য তা অয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি ॥ ১২ ॥

মস্তক, সহস্রলোচন, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্র অংশ (অবতার)। তিনি সহস্র প্রাণির জনক, তিনি বিশ্বাত্মা অথবা সর্ব্বশক্তিমান্ বিরাট্॥ ১১ ॥

সেই ভগবান্ নারায়ণ সনাতন অর্থাৎ নিত্য, তাঁহা হইতে প্রথম জলের উৎপত্তি হয়, ঐ জলকে কারণার্ণব বলা যায়। গোলোকাবরণরূপে যিনি চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণ বলিয়া বিখ্যাত এই নারায়ণ তাঁহারই অংশ, ইনি সহস্রাংশ এবং স্বয়ং মহান্-রূপে অভিহিত। যিনি যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া কারণার্ণবে শয়ন করেন ॥ ১২ ॥

তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু ॥ ১৩ ॥
প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ং ॥ ১৪ ॥

তস্মাদেব ব্রহ্মাণ্ডানামুৎপত্তিমাহ তদ্রোমেতি। তদিতি তস্যেত্যর্থঃ। তস্য সঙ্কর্ষণাত্মকস্য যদ্বীজং যোনিশক্ত্যাবধ্যস্তং তদেব ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাং প্রাপ্তং সৎ পশ্চাৎ তস্য লোমবিলজালেষু বিবরেষু অন্তর্ভূতঞ্চ সৎ হৈমানি অণ্ডানি জাতানি তানি চাপ্রপঞ্চীকৃতাংশৈর্মহাভূতৈরাবৃতানি জাতানীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মণা। কেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্ব মিতি। তৃতীয়ে চ। বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ। অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ। দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রাবিষ্টঃ পরমাণুবৎ। লক্ষ্যতেহন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ততশ্চ তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপৈরূপান্তরৈঃ স এব প্রবিবেশেত্যাহ প্রত্যণ্ডমিতি। একাংশাদেকৈকাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কারণ জলে ভাসমান সঙ্কর্ষণাত্মক ভগবান্ নারায়ণের প্রত্যেক লোমকূপে সংসারের বীজস্বরূপ অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ যাহা পাঁচে পাঁচে মিলিত নহে, এমত মহাভূতে আবৃত হিরণ্য বর্ণ অনেক অণ্ড উৎপন্ন হয়, ঐ সকল অণ্ডই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হয় ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ভগবান্ ঐ পূর্ব্বসৃষ্ট প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে রূপ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রবেশ করেন। ঐ বিশ্বাত্মা সহস্রশীর্ষা পুরুষ সঙ্কর্ষণাখ্য মহাবিষ্ণু, তিনি সনাতন অর্থাৎ তাঁহার ক্ষয়োদয় (নাশোৎপত্তি) নাই ॥ ১৪ ॥

বামাঙ্গাদসৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিং।
জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবাসৃজৎ ॥ ১৫ ॥
অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত ॥ ১৬ ॥
অথ তৈস্ত্রিবিধৈর্বেশৈর্লীলামুদ্বহতঃ কিল।

পুনঃ কিং চকার তত্রাহ বামাঙ্গাদিতি। বিষ্ণ্বাদয় ইমে সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মাণ্ডানাং পালকাদয়ঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডান্তঃস্থিতানাং বিষ্ণ্বাদীনাং স চেশ্বরাণাং প্রয়োক্তারঃ যথা প্রতিব্রহ্মাণ্ডং তদধিব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমভ্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ। যেষু প্রজাপতিরয়ং হিরণ্যগর্ভরূপ এব নতু বক্ষ্যমাণশ্চতুর্ম্মুখরূপ এব সোঽয়ং তত্তদাবরণগততদ্দেবানাং স্রষ্টেতি। বিষ্ণুশম্ভূ অপি তত্তৎপালনসংহারকর্ত্তারৌ জ্ঞেয়ৌ। কূর্চ্চদেশাৎ ভ্রুবোর্ম্মধ্যাৎ। এষাং জলাবরণ এব স্থানানি জ্ঞেয়ানি ॥ ১৫ ॥

তত্র শম্ভোঃ কার্য্যান্তরমপ্যাহ অহঙ্কারাত্মকমিত্যর্দ্ধেন। এতদ্বিশ্বং তস্মাদেবাহঙ্কারাত্মকং ব্যজায়ত বভুব। বিশ্বস্যাহঙ্কারাত্মকতা তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। সর্ব্বাহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বাত্তস্য ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপ্রবিষ্টস্য তু তত্তদ্রূপস্য লীলামাহ অথ তৈরিত্যাদি। তৈস্তৎসদৃশৈস্ত্রিবিধৈঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডগতবিষ্ণ্বাদিভির্বেশৈরূপৈর্লীলাং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপালনাদিরূপামুদ্বহতো ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপুরুষস্যেতি তানুবহতি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। যোগনিদ্রা

ঐ মহাবিষ্ণু স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং কূর্চ্চদেশ অর্থাৎ ভ্রূমধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপি শম্ভুকে উৎপাদন করেন ॥ ১৫ ॥

এইবিশ্ব অহঙ্কারাত্মক, একারণ স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তাদিগকেও অহঙ্কারাত্মক বলিয়াছেন অর্থাৎ অহংতত্ত্ব হইতে ঐ সকল স্রষ্টাদিগের জন্ম হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর ঐ বিষ্ণু প্রভৃতি তিন মূর্ত্তিদ্বারা ত্রিবিধ রূপ ধারণ করত আদিপুরুষ ভগবান জগতের পালন, সর্জ্জন ও নিধন এই তিন প্রকার লীলাকে ধারণ করেন এবং ভগবতী যোগ-

যোগনিদ্রা ভগবতী তস্য শ্রীরিব সঙ্গতা ॥ ১৭ ॥
সিসৃক্ষায়াং ততো নাভেস্তস্য পদ্মং বিনির্যযৌ।
তন্নালং হেমনলিনং ব্রহ্মণো লোকমদ্ভুতং ॥ ১৮ ॥
তত্ত্বানি পূর্ব্বরূঢ়ানি কারণানি পরস্পরং।
সমবায়াপ্রয়োগাচ্চ বিভিন্নানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
চিচ্ছক্ত্যা সজ্জমানোঽথ ভগবানাদিপুরুষঃ ॥

পূর্ব্বোক্তমহাযোগনিদ্রাংশভূতা ভগবতী স্বরূপানন্দসমাধিময়ত্বাদন্তর্ভূতসর্ব্বৈশ্বর্য্যৈঃ সঙ্গতা শ্রীরিবেতি। তত্র। যথা শ্রীরপ্যংশেন সঙ্গতা তথা সাপীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ততশ্চ সিসৃক্ষায়াময়ামিতি। নালং নালযুক্তং তদ্ধেমনলিনং ব্রহ্মণো জন্মশয়নয়োঃ স্থানত্বাল্লোক ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তথাঽসংখ্যজীবাত্মকস্য সমষ্টিজীবস্য প্রবোধং বক্তুং পুনঃ কারণার্ণোনিধিশায়িনস্তৃতীয়স্কন্ধোক্তানুসারিণীং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বিবৃত্যাহ তত্ত্বানীতি ত্রয়েণ। তত্র

নিদ্রাও তৎকালে সেই আদিপুরুষের শ্রীর ন্যায় লক্ষ্মী, সাবিত্রী এবং দুর্গা রূপ ধারণ করিয়া ঐ তিন দেবে মিলিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

জলশায়ি নারায়ণের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে ইচ্ছা হইলে তাঁহার নাভি হইতে এক স্বর্ণবর্ণ পদ্ম উৎপন্ন হয়, তাহাতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন, সেই পদ্মের নাল ও অদ্ভুত পদ্মটীই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ শাস্ত্রে উহাকে সত্যলোক বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোৎপন্ন পৃথিব্যাদি তত্ত্বসমূহ এবং তাহাদের কারণ সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত থাকে, কার্য্যসমবেত অর্থাৎ সমবায় কারণ অপ্রযুক্ত থাকায় তাহারা পরস্পর ভিন্ন, কাহা-

যোজয়ন্ মায়য়া দেবো যোগনিদ্রামকল্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥
যোজয়িত্বা তয়ান্যেব প্রবিবেশ স্বয়ং গুহাং।
গুহাং প্রবিষ্টে তস্মিংস্তু জীবাত্মা প্রতিবুধ্যতে ॥ ২০ ॥
স নিত্যো নিত্যসম্বন্ধঃ প্রকৃতিশ্চ পরৈব সা ॥ ২১ ॥

দ্বয়মাহ মায়য়া স্বশক্ত্যা পরস্পরং তত্ত্বানি যোজয়ন্নিতি যোজনান্তরমেব নিরীহ-তয়া যোগনিদ্রামেব স্বীকৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অথ তৃতীয়ং যোজয়িত্বেতি। যোজয়িত্বা তদ্যোজনা যোগনিদ্রয়োরন্তরা সা ইত্যর্থঃ। গুহাং প্রতি বিরাড়্‌বিগ্রহং প্রতি বুধ্যতে প্রলয়স্বাপাজ্জাগর্ত্তি ॥ ২০ ॥

তয়োঃ স্বাভাবিকীং স্থিতিমাহ স নিত্য ইত্যর্দ্ধেনেতি। নিত্যোঽনাদ্যনন্ত-কালভাগী নিত্যসম্বন্ধো ভগবতা সহ সমবায়ো যস্য সঃ সূর্য্যেণ তদ্রশ্মিজালস্যে-বেতি ভাবঃ। যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং সম্বেদাত্তু বিনির্গতং। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে। ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাৎ। তথাচ শ্রীগীতাসু। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি। অতএব প্রকৃতিঃ সাক্ষিরূপেণ স্বরূপস্থিত-

---

রও সহিত কাহারও সম্বন্ধ বা সাঙ্কর্য্য নাই অনন্তর ভগবান্ আদিপুরুষ চিচ্ছক্তিতে আসক্ত হইয়া মায়াদ্বারা ঐ সকল পদার্থকে সংযোজিত করত, শেষে নিরীহ হইয়া যোগনিদ্রাকে স্বীকার করেন ॥ ১৯ ॥

মহাপুরুষ সেই শক্তিদ্বারা পদার্থ সকলকে যোজিত অর্থাৎ পঞ্চীকৃত করিয়া স্বয়ং ঐ পঞ্চীকৃত পদার্থে প্রবেশ করেন উক্ত পঞ্চীকৃত পদার্থকে গুহা বলা যায়, মহাপুরুষ ঐ গুহাবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জীবাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥২০॥

স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ সেই আত্মা নিত্য, কিন্তু সূর্য্যের সহিত কিরণমালার ন্যায়, ভগবানের সহিত নিত্যসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া

এবং সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ ।
তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২২ ॥
সঞ্জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ ।
সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতাং ।
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্ব্বতঃ ॥ ২৩ ॥

এবং বিম্বপ্রতিবিম্বপ্রমাতৃরূপেণ প্রকৃতিমিব প্রাপ্তশ্চেত্যর্থঃ। প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতামিতি শ্রীগীতাস্বেব চ। দ্বৌ সুপর্ণৌ সযুজৌ সখায়াবিতি শ্রুতিশ্চ নিত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি ॥ ২১ ॥

অথ তস্য সমষ্টিজীবাধিষ্ঠানং গুহাপ্রবিষ্টং পুরুষত্বাদুপপন্নমিত্যাহ এবমিতি। ততঃ সমষ্টিদেহাভিমানিনস্তস্য হিরণ্যগর্ভব্রহ্মণস্তস্মাৎ ভোগবিগ্রহোৎপত্তিমাহ তত্রেতি ॥ ২২ ॥

অথ তস্য চতুর্মুখস্য চেষ্টামাহ স জাত ইতি সার্দ্ধেন ॥ ২৩ ॥

জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, যখন পরা প্রকৃতিতে সংস্থিত হয়েন, তখন তাঁহাকে নিত্য, সত্য ও মুক্তস্বভাব বলিয়া শ্রুতি সম্বাদ করেন ॥ ২১ ॥

এইরূপে হরির নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম উৎপন্ন হয়, ঐ পদ্মে সকল আত্মা বা জীবের মূলীভূত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। যাহাকে আমরা চারি বেদের কর্ত্তা চতুর্ব্বেদী এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

তৎকালে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াও ভগবানের শক্তিকর্তৃক চালিত হইয়া সৃষ্টিকরণেচ্ছায় মন করিলেন, ঐ সৃষ্টির ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার প্রাপ্ত। যাহা হউক, সৃষ্টির ইচ্ছায় মন স্থির করিয়া কেবল তিনি অন্ধকারই দৃষ্টিগোচর করিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৪ ॥

উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কামকৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ং॥ ২৪॥
তপস্ত্বং তপ *এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ২৫॥
অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ †গোবিন্দমব্যয়ং।

অথ তস্মিন্ পূর্ব্বোপাসনালব্ধং ভগবৎকৃপামাহাত্ম্যমাহোবাচে'তি সার্দ্ধেন স্পষ্টঃ॥ ২৪॥
এতদেব স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশমিতি তৃতীয়স্কন্ধানুসারেণ যোজয়তি তপস্ত্বমিত্যর্দ্ধেন। স্পষ্টঃ॥ ২৫॥

অনন্তর ব্রহ্মাকে চিন্তিত অবলোকন করিয়া ভগবান্ মহাপুরুষ দৈববাণীতে তাঁহার পূর্ব্বকল্পের উপাসনীয় মন্ত্ররাজ উপদেশ করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার পূর্ব্বারাধিত মন্ত্র স্মরণ করাইতেছি, কামবীজযুক্ত 'কৃষ্ণায়' এইপদ এবং চতুর্থীর এক বচন 'ঙে' যুক্ত 'গোবিন্দ' পদ ও "গোপীজন-বল্লভ" পদ, তথা ইহার সর্ব্বশেষে অগ্নির প্রিয়া (স্বাহা) থাকিবে। অর্থাৎ "ক্লীঁ" কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র তোমার প্রিয় বিধান করিবেন॥২৪
এবং তুমি এই মন্ত্র দ্বারা তপস্যা কর, ইহাতেই তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে॥ ২৫॥

*, † "তপ" অত্র "তপ্যস্ব" ইতি সাধু। আত্মনেপদগণভাবাবাধৌ। এবং "প্রীণন্" ইত্যত্র "প্রীণয়ন্" ইতি সাধু॥

শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরং।
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতং।
সহস্রদলসম্পদ্মে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে।
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনং।
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতং ॥ ২৬ ॥

স তু তেন মন্ত্রেণ স্বকামনাবিশেষানুসারাৎ সৃষ্টিকৃচ্ছক্তিবিশেষবিশিষ্টতযা বক্ষ্যমাণস্তবানুসারাৎ গোকুলাখ্যপীঠগততয়া শ্রীগোবিন্দমুপাসিতবানিত্যাহ। অথ তেপ ইতি চতুর্ভিঃ। গুণরূপিণ্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণময্যা। রূপিণ্যা মূর্ত্তিমত্যা পর্য্যুপাসিতং। পরিতস্তল্লোকাদ্বহিঃস্থিতয়োপাসিতং ধ্যানাদিনার্চ্চিতং। মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইতি। বলিমুদ্বহন্ত্যজয়ানিমিষা। ইতি চ শ্রীভাগবতাৎ। অংশৈস্তদাবরণস্থৈঃ পরিকরৈঃ ॥ ২৬ ॥

আকাশবাণী শ্রবণানন্তর যিনি শ্বেতদ্বীপপতি, গোলোকস্থিত পরাৎপর, গুণরূপিণী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজও তমোগুণময়ী, মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি কর্ত্তৃক উপাসিত, কোটিকিঞ্জল্কযুক্ত সহস্র দল পদ্মে সংস্থিত। ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ কর্ণিকার মধ্যে মহাসনে সমাসীন চিদানন্দময় জ্যোতীরূপ সনাতন, যিনি মুখ পদ্মে শব্দব্রহ্ম (বেদময়) বেণুকে বাজাইতেছেন এবং যিনি বিলাসিনী গোপীগণে পরিবৃত ও নিজাংশ অথচ পরিকররূপ গোপগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত, সেই অব্যয় শ্রীগোবিন্দদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া ব্রহ্মা সুচিরকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ী মূর্ত্তিমতী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ।
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ ॥ ২৭ ॥
ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ।

তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ধ্রুবস্যেব দ্বিজত্বসংস্কারস্তদা বাবিত্বাত্তু-শ্বস্ত্রাধিদেবাজ্জাত ইত্যাহ অথ বেণ্বিতি দ্বয়েন। ত্রয়ী মূর্ত্তির্গায়ত্রী বেদমাতৃত্বাৎ। দ্বিতীয়পদ্যে তস্যা এব ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ তস্মস্যা গতিঃ পারপাটী মুখাব্জানি প্রবি-বেশ ইন্দ্রিয়বর্ত্তিঃ কর্ণৈঃ প্রবিবেশেত্যর্থঃ। আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেণ তং ব্রহ্মাণং সংস্কৃত ইতি কর্ম্মস্থানে প্রথমা ॥ ২৭ ॥

ততশ্চ ত্রয়ীমপি তস্মাৎ প্রাপ্য তমেব তুষ্টাবেত্যাহ ত্রয্যেতি স্পষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর সেই বেণুধ্বনির তিনটী গতি মূর্ত্তিমতী হইয়া অর্থাৎ ত্রয়ী বা বেদরূপে সুপরিপাটী ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মুখপদ্মসমূহে প্রবেশ করিলেন। এই জন্য বেদকে 'ত্রয়ী' নামে আখ্যাত করা হয়। কারণ প্রথমে ব্রহ্মার শ্রবণে, পরে মনে ও তৎপরে মুখে প্রকাশ পান। ভগবান্ যৎকালে বেণুদ্বারা গায়ত্রী গান করেন, তখন পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা তাঁহার নিকট হইতে ঐ গায়ত্রী প্রাপ্ত হয়েন ও আদিগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংস্কৃত হন, এই কারণেই ব্রহ্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তৎপরে বিধাতা ত্রয়ী দ্বারা ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া গায়ত্রীর অর্থ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইলেন এবং তত্ত্বসাগর বিজ্ঞাত হইয়া এই স্তব দ্বারাই কেশব অর্থাৎ গোবিন্দকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥

তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবং ॥ ২৮ ॥

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং

স্তুতিমাহ চিন্তামণীত্যাদি। তত্র গোলোকেঽস্মিন্নাম্রভেদেন তদেকদেশেষু শ্রীকৃষ্ণস্থানময়াদিষ্বেকস্য মন্ত্রস্য বা সময়াদিষু চ পীঠেষু সৎস্বপি মধ্যস্থত্বেন মুখ্যতয়া প্রথমগোকুলাখ্য পীঠনিবাসযোগ্যলীলয়া স্তৌতি চিন্তামণীত্যেকেন। অভি-সর্ব্বতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ গোস্থানানয়নপ্রকারেণ পালয়ন্তং সস্নেহং রক্ষন্তং। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্ষ্মীতি লক্ষ্মোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য। অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই ভগবান্। ঐ আকাশবৎ বিশ্বব্যাপক সৃষ্ট্যাদিকালে অব্যক্ত এবং হঠাৎ শ্রুতিধ্বনিই বেণু-ধ্বনি বা তাহাই গায়ত্রী, উহাকেই শব্দব্রহ্ম বলা যায়। কারণ তৎকালে বৃহৎ ও বিশ্বব্যাপক ঐ শব্দই প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার নামান্তর গায়ত্রী। কারণ তাহা সকলেই গান করিয়া থাকেন, এই গায়ত্রী জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান গত প্রত্যক্ষ লাভ করেন। সুতরাং ঐ গায়ত্রী জপে আত্মার পরিতুষ্টি হয়। গায়ত্রীই জগতের আদি শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ ॥২৮॥

চিন্তামণিনির্ম্মিত গৃহসমূহে বেষ্টিত লক্ষ লক্ষ শোভন কল্প বৃক্ষে আবৃত এমন অসামান্য পীঠস্থলে যিনি সুরভী অর্থাৎ ধেনুগণকে পালন করিতেছেন, শতসহস্র লক্ষ্মী অর্থাৎ গোপ সুন্দরীগণ যাঁহার সেবাকার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন, সেই

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৯ ॥
বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গং।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০ ॥
আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসং।

তদেব চিন্তামণি প্রকরসদ্মময়ং কথা গানং নাট্যং গমনমপীতি ব্যাখ্যামাণানু-সারেণ গোকুলাখ্য বিলক্ষণপীঠগতাং লীলামুক্ত্বা একস্থানস্থিতিকাং কথাং গম-নাদিবহিতাং বৃহদ্ধ্যানাদিদৃষ্টাং দ্বিতীয়পীঠগতাং লীলামাহ বেণুমিতি। বেণুদ্বয়েন বেণুমিতি তত্র স্পষ্টং ॥ ৩০ ॥

আলোলেত্যাদি। প্রণয়পূর্ব্বকো যঃ কেলিঃ পরিহাসস্তত্র যা কলা বৈদগ্ধী সৈব বিলাসো যস্য তং। দ্রবঃ কেলিপরীহাসা ইত্যমরঃ ॥ ৩১ ॥

আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ২৯ ॥

যিনি বেণুবাদ্য করিতেছেন, যাঁহার লোচনদ্বয় পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শোভমান অঙ্গ নীলোৎপল সদৃশ মনোহর এবং কোটি কোটি কন্দর্প অপেক্ষাও যাঁহার কমনীয় ও কিশোরবেশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

যাঁহার মস্তকস্থ চূড়ায় ময়ূরের পিচ্ছ মধ্যস্থ চন্দ্রক আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার গলদেশে বনমালা, হস্তে বংশী ও রত্নের অঙ্গদ সকল শোভা পাইতেছে, তথা যিনি প্রণয় পূর্ব্বক কেলিকলা অর্থাৎ পরিহাসাদিতে বিলাসান্বিত এবং যিনি

শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়মপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১ ॥
অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩২ ॥
অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-

তদেব লীলাদ্বয়মুক্ত্বা পরমাচিন্ত্যশক্ত্যা বৈভববিশেষেণাহ অঙ্গানীতি চতুর্ভিঃ। তত্র তত্র বিগ্রহস্যাহ অঙ্গানীতি। হস্তোঽপি দ্রষ্টুং শক্নোতি চক্ষুরপি পালয়িতুঃ পারয়তি তথান্যদন্যদপ্যমনাৎ। কলয়িতুঃ প্রভবতীতি। এবমেবোক্তং। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখমিত্যাদি জগন্তীতি। লীলাপরিকরেষু তত্তদঙ্গং যথা স্বয়মেব ব্যবহরতীতি ভাবঃ। তত্র চ তস্য বিগ্রহস্য বৈলক্ষণ্যমেব হেতুবিত্যাহ আনন্দেতি ॥ ৩২ ॥

বৈলক্ষণ্যমেব পুষ্যাতি অদ্বৈতমিতি ত্রিভিঃ। অদ্বৈতং পৃথিব্যামযমদ্বৈতো রাজেতিবদতুলমিত্যর্থঃ। বিস্মাপনং স্বস্য চ ইতি তৃতীয়স্তোদ্ধববাক্যাৎ। অচ্যুতং। কংসোবশাদ্য কৃতাগতানুগ্রহং ভ্রক্ষ্যোঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রাহতোঽমুনা হরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখখণ্ডলত্বিষা। যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবা-

---

শ্যামসুন্দর, মনোহর ত্রিভঙ্গ ও নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩১ ॥

যাঁহার বিগ্রহ আনন্দস্বরূপ, চিন্ময়, নিত্য এবং উজ্জ্বল, সুতরাং জগৎ হইতে বিভিন্ন। যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য জগৎকে দর্শন, পালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-

মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ

দিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চেত্যাদি। দশমস্থাক্রূরবাক্যাৎ। যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাং। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রপদাববিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপমিতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যাৎ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমিত্যুক্ত্বা নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ইতি শুকবাক্যাচ্চ। অনাদিরাদিত্রয়ং যথৈকাদশসাংখ্যা কথনে। কালো মায়াময়ে জীব ইত্যাদৌ। মহাপ্রলয়ে সর্বাবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদপি তস্য দ্রষ্টা ত্বং স্বয়ং ভগবান্ অস্মিন্নাত এব সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদিনঃ। প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাববদৃশা ময়েতি। পুরাণপুরুষং। একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণ ইতি ব্রহ্মবাক্যাৎ গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্য ইতি মাথুরবাক্যাচ্চ। তথাপি নবযৌবনং পুরাপি নবঃ পুরাণ ইতি নিরুক্তেঃ। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপমিত্যাদাবসমসবাভিনবমিতি শ্রীদশমাৎ। যস্যাননং মকরকুণ্ডলমিত্যাদি নবমাৎ সত্যং শৌচমিত্যাদৌ সৌভগকান্তিতেজ আদীন্ পঠিত্বা এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিদিতি প্রথমাৎ। বৃহদ্ধ্যানাদৌ তথা শ্রবণাৎ। গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিতি তাপনীশ্রুতৌ। তদ্ধ্যানে তরুণশব্দস্য নবযৌবন এব শোভানিধানত্বেন তাৎপর্য্যাৎ। ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যামিতি। অদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেবেতি চ শ্রীদশমাৎ। অদুর্লভবাত্মভক্তৌ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইত্যেকাদশাৎ। পুরেহ ভূমন্নিত্যাদি শ্রীদশমাচ্চ॥ ৩৩॥

পুরুষ, নবযৌবনান্বিত এবং যিনি বেদ সমুদায়ে দুর্লভ, কিন্তু আত্মভক্তিতে সুলভ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৩৩॥

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৩ ॥
পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো-
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং।
সোহপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৪ ॥
একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।

পন্থাস্ত্বিতি। প্রপদসীম্নি চরণারবিন্দয়োরগ্রে। চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিতি শ্রীনারদোক্তেঃ। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতীতি গোপালতাপন্যাং। তত্র সিদ্ধান্তমাহ অবিচিন্ত্যতত্ত্ব ইতি। আত্মেশ্বরোহতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি তৃতীয়াৎ। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি স্কান্দাদ্ভারতাচ্চ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ব্রহ্মসূত্রাৎ। অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি তস্য যুক্তেশ্চেতি ভবাঃ ॥ ৩৪ ॥

একোহপ্যসাবিতি। তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোহজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত-ঘনশ্যামা ইত্যারভ্য তৈর্বৎসপালাদিভিরেবানন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সামগ্রীযুত-তত্তদধিপুরুষাণাং তেনান্তর্ভাবাজ্জগদণ্ডচয়া ইতি ন চান্তর্বহির্যস্যেত্যাদেঃ।

সকল হইতে বায়ু অতি দ্রুতগামী, তদপেক্ষা মন অতি-তীব্রগামী, কিন্তু প্রধান প্রধান মুনিদিগের মনও কোটিশত বৎসরে যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রবর্ত্তি স্থানে গমন করিতে পারে না, কারণ ভগবৎচরণারবিন্দের তত্ত্ব অতীব অচিন্ত্য, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৪ ॥

যিনি এক, কিন্তু কোটি ব্রহ্মাণ্ডরচনা করিতে যাঁহার শক্তি আছে, যাঁহার অন্তরে নিখিলব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং

অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৫ ॥
যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্যরূপমহিমাসনযানভূষা।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৬ ॥
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানিত্যাদি শ্রুতেঃ। যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি। যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপাল একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদি তাপনীভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ তস্য সাধকচর্য্যেষ্বপি ভক্তেষু বদান্যত্বং বদারিষ্বেষু কৈমুত্যমাহ যদ্ভাবেতি। যথা গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈশ্চ ত্যাগময়বিধিনেত্যাদি নিত্যতৎসঙ্গিনাং তৎসাম্যং শ্রূয়তে তথৈব সম্ভাব্যোঽর্থঃ। বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্বপৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ। ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তদ্ভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিমিত্যেকাদশাৎ ॥ ৩৬ ॥

তৎপ্রেয়সীনাং তু কিং বক্তব্যং যতঃ পরমশ্রীণাং তাসাং সাহিত্যেনৈব

তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডচয়ের বহির্ভাগে পরমাণুসমূহের দূরে অবস্থিতি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৩৫॥

যাঁহার ভাবে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি বশীকৃত হইয়াছে, সেই মনুজগণ যাঁহার রূপ, মহিমা, আসন ও ভূষণ প্রাপ্ত হইয়া বেদপ্রণীত সূক্তসমূহদ্বারা যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার প্রেয়সীবর্গ আনন্দ ও চিন্ময় রসে প্রতিভাবিত ও

স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৭ ॥

তস্য তল্লোকবাস ইত্যাহ আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়ো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বল নাম্না তেন প্রতিভাবিতাভিঃ। পূর্ব্বং তাবৎ বা রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতস্তশ্চ তস্য তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দাল্লভাতে যথা অখিলানাং গোলোকবাসিনামনোযামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্শিতং। তত্র হেতুঃ কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ। প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যং প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটনিত্যলীলাশীলময়দশার্ণধ্যানে। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু ক্বাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে ॥৩৭॥

নিজ স্বরূপের তুল্য এবং কলারূপে বিখ্যাত সেই আত্মরূপিণী প্রেয়সীবর্গের সহিত আত্মভূত ভগবান্ কেবলমাত্র নিত্যধাম গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৭ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৮ ॥
রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো

যদ্যপি গোলোক এব নিবসতি তথাপি প্রেমাঞ্জনেতি। অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনচ্ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ য এব স্বয়ং সমভবদবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দমহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ বরাহ-নৃসিংহ হংস রাজন্য-বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ইতি ॥ ৩৯ ॥

ভক্তিরূপি লোচনযুগলকে প্রেমরূপ অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত করিয়া সাধুগণ নিয়তকালের জন্য হৃদয়মধ্যে অচিন্ত্য গুণ ও স্বরূপ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৮ ॥

যিনি রামাদি মূর্ত্তিতে কলানিয়মে বা অংশরূপে বর্ত্তমান হইয়া অর্থাৎ সেই সেই মূর্ত্তিকে প্রকাশ করিয়া ভুবনমধ্যে নানাবিধ অবতার প্রকটন করিয়াছেন, পরন্তু "কৃষ্ণ" মূর্ত্তি-

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

তদেবং তস্য সর্ব্বাবতারিত্বেন পূর্ণত্বমুক্ত্বা স্বরূপেণাপ্যাহ যস্যেতি। দ্বয়োরেকরূপত্বেঽপি বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ শ্রীগোবিন্দস্য ধর্ম্মিরূপত্বমবিশিষ্টতয়াবির্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ধর্ম্মরূপত্বং ততঃ পূর্ব্বস্য মণ্ডলস্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ। অতএব শ্রীগীতাসু। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি অতএবৈকাদশে স্ববিভূতিগণনায়াং তদপি স্বয়ং গণিতং পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষো ব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিতি। টীকা চাত্র পরং ব্রহ্ম চেত্যেষা। শ্রীমৎস্যদেবেনাপ্যষ্টমে তথোক্তং। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি। অতএবাহ ধ্রুবশ্চতুর্থে। যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ। অতএবাত্মারামাণামপি তদ্গুণেনাকর্ষঃ শ্রূয়তে। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভো দৃশ্যতামিত্যলমতিবিস্তরেণ। ৪০ ॥

তেই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ও স্বয়ং রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥

সমুৎপন্ন কোটি কোটি বিশ্বও এবং সেই সকল প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোটি পৃথিবীও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অশেষ বস্তু কোটির সহিত যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্মা অনন্ত অপরিসীম নিষ্কল ব্রহ্ম এবং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪০ ॥

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য

তদেবং তস্য স্বরূপগতং মাহাত্ম্যং দর্শয়িত্বা তদনুগতমাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাং। তত্র বহিরঙ্গশক্তিময়াচিন্ত্যকার্য্যগতমায়া হীতি। মায়য়া হি তস্য স্পর্শো নাস্তীত্যাহ সত্ত্বেতি। সত্ত্বস্য রজস্তমোঽমিশ্রতস্যাশ্রয়ি যৎ পরং তদমিশ্রঃ শুদ্ধং সত্ত্বং চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপং যস্য তং। তথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু। ইতি। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভে তদিদমপি বিবৃতমস্তি ॥ ৪১ ॥

অথ তস্য সম্মোহনতামাহ আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়রস উজ্জ্বলাখ্যঃ প্রেমরসঃ তদাত্মতয়া তদালিঙ্গিততয়া প্রাণিনাং মনঃসু প্রতিফলন্ সর্ব্বমোহনস্বাংশচ্ছুরিতপরমাণুপ্রতিবিম্বতয়া কিঞ্চিদুদয়ন্নপি স্বয়ং ভাসমুপেত্যাদি যোজ্যং। যদুক্তং

সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভাবশীল যে ভগবানের অঙ্গপ্রভা সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪০ ॥

যাঁহার মায়া শত শত জগৎরূপি অণ্ড প্রসব করিতেছেন, যাঁহার মায়া ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদশাস্ত্রের সকল স্থানে কীর্ত্তিত হইতেছেন, অথচ যিনি মায়াময় রজঃ এবং তমোভাগের স্পর্শও প্রাপ্ত হয়েন না, সেই সত্ত্বমাত্রের আশ্রয়, পরম সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪১ ॥

যিনি আনন্দময় চিন্ময়রস অর্থাৎ উজ্জ্বল শৃঙ্গাররস স্বরূপ

যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪২ ॥

রাসপঞ্চাধ্যায্যাং চক্ষুঃস্ফুরিতিবৎ সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। তদেবং তৎকারণত্বেঽপি স্মরাবেশস্য দুষ্টত্বং জগদাবেশবৎ ॥ ৪২ ॥

তদিদং প্রপঞ্চগতং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহাত্ম্যমাহ গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদি গণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ং। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভব স্থানলোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্ব্বেভ্যো ব্যাপকত্বঞ্চ যাবস্থাপিতমস্তি ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদঃ পূর্ব্বত্র দর্শিতঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবামিত্যনেনাভেদেনৈব চ। গোলোক এব সতীত্তোব-সংঘটতোযতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনে তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে যথাদিবারাহে। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতং। তত্র চ বিশেষঃ ক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনঃ। বল্লবীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষনমেকং দিনে দিনে। তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতীতি। অতএব গৌতমীয়ে

হইয়া প্রাণিগণের মনোমধ্যে প্রতিফলিত অর্থাৎ উদিত হইয়া সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ হইয়াছেন এবং যিনি লীলাদ্বারা নিরন্তর ত্রিভুবনকে জয় করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪২ ॥

সাধারণ প্রপঞ্চগত মাহাত্ম্য বলিয়া নিজধামের মাহাত্ম্য বলিতেছেন, যথা—

যাঁহার গোলোক নামে নিজধাম, ইহা সকল ধামের উপরি-

দেবী-মহেশ-হরি ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন

শ্রীনারদ উবাচ। কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইদং বৃন্দাবনং নাম মম টাধৈব কেবলং। অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরাধমাঃ। যে বসন্তি মমারিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ং। অত্র বা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। গোপিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ইতি। এতদ্রূপমেবাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকদম্বাদয়ো দর্শিতা বর্ণিতাশ্চ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্য তাদৃশ প্রকাশবিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধঃ। যদা চাস্মদৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদৈব তস্যাবতার উচ্যতে তদৈব চ রসবিশেষ পোষায় সংযোগবিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময়বিচিত্রলীলয়া তস্যা পারদার্য্যাদি ব্যবহারাশ্চ গম্যতে। যদা তু যথাত্র যথা বান্যত্র কল্পতন্ত্রযামলসংহিতাপঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথাচ শ্রীদশমে। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি। তথাচ পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্ব্যাসবাক্যে। পশ্যত্বং

স্থিত এই ধামের যথাক্রমে নিম্নে নিম্নে দেবী, মহেশ এবং নারায়ণের সেই সেই প্রসিদ্ধ ধাম সকল শোভা পাইতেছে। অপিচ, সেই সেই প্রসিদ্ধ ধাম সকলে এবং নিজধাম গোলোকে যিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥

তাৎপর্য্য। উপরিভাগে যে গোলোকের বিষয় বলা হইকে

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩ ॥

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা

ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং। ততো পশ্যাম হং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিতি। অনেনালঙ্কস্ত্রীধর্ম্মবয়স্কতাদি বোধকেন কন্যাপদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথাচ গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে। অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েদিত্যারভ্য তদ্ধ্যানং। সর্গাদেব পরিভ্রষ্টকন্যাকাশতমাণ্ডিতং। গোপবৎসগণাকীর্ণং বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতং। গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরমিত্যাদি। তদ্দর্শনকাম্যা চ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচারপ্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপোন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিমিতি। তত্রৈবান্যত্র। বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনমিতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাক্ষর প্রসঙ্গে। অহর্নিশং জপেদ্যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। সাপশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি। অতএব তাপসানাং ব্রহ্মবাক্যং। তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ভূবেতি তস্মাৎ ক্ষীরোদশায্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলমতিবিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতচরণে। প্রস্তুতমনুসরামঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনঃ দেবীমহেশহরিধাম্নামুপরিচরধামত্বং তস্য দর্শিতং সম্প্রতি তু তত্তদা-

তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার স্থান এবং এই বৃন্দাবন ধামই গোলোকধাম ইহাতে কোন ভেদ নাই; এই বৃন্দাবন ধামের বিষয় বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত আছে। বৃন্দাবন পাঁচজন যে স্থান, ইহাতে অমৃতবাহিনী কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে দেবী, মহেশ ও নারায়ণ ধাম বলা হইয়াছে, এখন তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবী অর্থাৎ দুর্গার বিষয়, যথা—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সম্পা-

ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥
ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

শ্রয়শ্চাত্র দেব যোগ্যমিতি দর্শয়ন্তি সৃষ্টীতি পঞ্চভিঃ । যথোক্তং শ্রুতিভিঃ । ত্বম করণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষা ইতি ॥৪৪॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং মহেশং নিরূপয়তি ক্ষীরমিতি । কার্য্যকারণভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য কারণনির্ব্বিকারত্বাৎ চিন্তামণ্যাদিবৎ অচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদাদিকার্য্যতয়াপি স্থিতত্বাৎ । শ্রুতিশ্চ । একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো হিরণ্যগর্ভো অগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি । তথা । স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ নাশয়তি । সোঽনুৎপত্তিলয় এব হরিঃ কারণরূপঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি । শম্ভোরপি কার্য্যত্বং গুণসম্বলনাৎ । যথোক্তং শ্রীদশমে । হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইতি । এতদেবোক্তং । বিকারবিশেষ-

দন করিবার একবার শক্তি এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইয়া দুর্গাদেবী যাঁহার অনুরূপ চেষ্টা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

মহেশের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, যথা—

বিকার বিশেষের সংযোগে দুগ্ধ যেমন দধিভাব প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ ঐ দধি দুগ্ধ হইতে পৃথক্ নহে, কেবল পরিণামমাত্র সেইরূপ কার্য্যবশতঃ যিনি শম্ভুভাবও ধারণ করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

তাৎপর্য্য । এই শ্লোকে কার্য্যকারণভাবমাত্র প্রকটিত হইল, বস্তুতঃ শিব ও কৃষ্ণ এক নহেন । শিব ত্রিগুণসম্বৃত

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫ ॥
দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি

যোগাদিতি। কুত্রচিদভেদোক্তির্যা দৃশ্যতে তামপি সমাধত্তে তত্তো হেতোঃ পৃথক্‌ত্বং নাস্তীতি। যথোক্তমৃগ্‌বেদশিরসি। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং জাতং জগত্যাং জগদিত্যাদি। ব্রহ্মণা ত্বেবমুক্তং। সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরোহরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি। ৪৫

অথ ক্রমপ্রাপ্তঃ হরিস্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশপ্রসঙ্গাদ্গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি দীপার্চ্চিরিতি। তাদৃক্‌ত্বে হেতুঃ। বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মেতি। যদ্যপীতি শ্রীগোবিন্দাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া স্বস্ম

এবং কৃষ্ণ নির্গুণ। দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দুগ্ধ যেমন দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি আর সেই দুগ্ধরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে শিব ইহা সত্য, পরন্তু সেই শিব কৃষ্ণ নহেন ॥ ৪৫ ॥

এই নারায়ণের শোক বিষয় বর্ণিত হইতেছে, যথা—

যেমন একটি প্রদীপজ্যোতি দশান্তর অর্থাৎ অন্য বর্ত্তিকে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদীপের ন্যায় সম্যক্ প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু উভয় দীপেরই সমান ধর্ম্ম, তাহার অন্যথা হয় না, তদ্রূপ, যিনি

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥
যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৭ ॥
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

নির্ম্মলদীপস্যোদ্দিষ্টস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গণ্যতে শম্ভোস্তু তমোহধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি বোধনায় তদিত্থমুচ্যতে মহাবিষ্ণোরপি কলাবিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

অথ কারণার্ণবশায়িনং নিরূপয়তি। অনন্তজগদণ্ডৈঃ সহ রোমকূপাদ্যস্য সঃ। সহশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতাভাবঃ আর্যঃ। আধারশক্তিময়ীং পরাং স্বমূর্ত্তিং শেষাখ্যাং ॥ ৪৭ ॥

তত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যস্তবাবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি সহচরত্বেন তদভিন্ন-

---

গর্ভোদশায়ি বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিও যাঁহার তুল্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥৪৬॥

অনন্তর সেইরূপ কারণার্ণবশায়িকে নিরূপণ করিতেছেন, যথা—কারণার্ণব জলে ভাসমান হইয়া যোগনিদ্রাকে অবলম্বন পূর্ব্বক আধার মূর্ত্তিকে আশ্রয় করত নিজের রোমবিবর হইতে অনন্ত জগৎকে সৃষ্টি করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের পরিপালক একমাত্র মহাবিষ্ণু, তিনিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলা। ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসকালকে অবলম্বন করিয়া তদীয়

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮ ॥
ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা

যেন চ মহাবিষ্ণুর্দর্শিতঃ। তত্র চ তস্যপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি। তত্তজ্জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি ॥ ৪৮ ॥

তদেবং দেব্যাদীনাং তদাশ্রয়কত্বং দর্শয়িত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ব্রহ্মণশ্চ দর্শয়তীব ভিন্নতয়া জীবত্বমেব স্পষ্টয়তি ভাস্বানিতি। ভাস্বান্ সূর্যো যথা নিজেষু নিত্য-স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি অপিশব্দাত্তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদিকার্য্যং স্বয়মেব করোতি যথা য এব জীববিশেষ কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা। মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্তৃত্বঞ্চ

লোমবিবরস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যে গোবিন্দর এক কলা অর্থাৎ ষোড়শভাগের একভাগ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে দেবী ও মহেশ প্রভৃতি গোবিন্দের আশ্রিত, ইহা দেখান হইয়াছে, এখন ব্রহ্মা যে গোবিন্দের আশ্রিত ও গোবিন্দ হইতে অতিশয় ভিন্ন, ইহা স্পষ্টরূপে দেখাইতেছেন যথা—

ভাস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্য যেমন স্বনামখ্যাত সূর্য্যকান্তমণিসমূহে কিঞ্চিৎ স্বকীয় তেজ প্রকটন দ্বারা তৎসমুদায়কে দীপ্তিমান্

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-

দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।

বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫০ ॥

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ

কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্ত্রয়াণি।

যস্মাদ্ভবন্তি বিভবান্তি বিশন্তি যঞ্চ

যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী যদ্যপি চ ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদকশায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রয়তয়া তেঽপি তদা-শ্রয়িতয়া গণিতাঃ। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৪৯ ॥

অথ সর্ব্বে সর্ব্ববিঘ্ননিবারণার্থং প্রথমং গণপতিং স্তুবন্তীতি তস্যৈব স্তুতি-যোগ্যত্বমাশঙ্ক্য প্রত্যাচষ্টে যৎপাদেতি। কৈমুত্যেন তদেব দৃঢ়ীকৃতং শ্রীকপিল দেবেন। যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূদিতি ॥ ৫০ ॥

করেন, সেইরূপ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবাদিতে যে ভগবান্ স্বীয় তেজ প্রদানে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

গণাধিরাজ (গণেশ) ত্রিজগতের বিঘ্ন নিবারণ নিমিত্ত প্রণাম সময়ে যাঁহার পাদপদ্মযুগলকে নিজের শিরস্থিত কুম্ভ-যুগলে নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

তাৎপর্য্য। সর্ব্ববিঘ্নহারি গণপতিরও বিঘ্নহন্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥ ৫০ ॥

অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা এবং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫১ ॥
যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫২ ॥
ধর্ম্মোহথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা

তচ্চ যুক্তমিত্যাহ অগ্নির্মহীতি। সর্ব্বং স্পষ্টং ॥ ৫১ ॥

কেচিৎ সবিতারং সর্ব্বেশ্বরং বদন্তি যথাহ যচ্চক্ষুরিতি। য এব চক্ষুঃ প্রকাশকো যস্য সঃ যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেহখিলং। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকমিতি শ্রীগীতাভ্যঃ। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্য ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিরাট্‌রূপস্যৈব সবিতৃচক্ষুষ্ট্বাচ্চ ॥ ৫২ ॥

মন এই নয়টী দ্রব্য লইয়াই জগৎ। তাদৃশ জগৎ যাঁহা হইতে উৎপত্তিশীল স্থিতিশীল হয় এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৫১ ॥

যে সূর্য্য দেবমূর্ত্তি, সকল গ্রহের অধীশ্বর এবং অশেষ তেজঃসম্পন্ন, এতাদৃশ সূর্য্যদেবেরও যিনি চক্ষুঃস্বরূপ। অপিচ যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যদেব কালচক্র ধারণ করত নিয়তকাল ভ্রমণ করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

তাৎপর্য্য। অনেকে সূর্য্যকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া থাকেন, এই শ্লোকে তাহা নিরাকৃত হইল, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ ॥ ৫২ ॥

অধিক আর কি বলিব, ধর্ম্ম, অর্থ নিখিলপাপ, শ্রুতিগণ,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৩ ॥

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৪ ॥

কিং বহুনা দশ্যং ইতি। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ। ৫৩

তত্র তত্র সর্ব্বেশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্‌দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রেতি। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি চ শ্রীগীতাভ্যঃ ॥ ৫৪ ॥

তপস্যা এবং ব্রহ্মাদি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত জীবগণ যাঁহার প্রদত্ত বিভব দ্বারা প্রভাববিশিষ্ট হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৫৩ ॥

একটি ন্যায় আছে যে "পর্জ্জন্যবৎ শাস্ত্রমিদং জলে বৃষ্টিঃ স্থলে তথা" অর্থাৎ মেঘ বারিবর্ষণ করে, ঐ বারি জলেও পতিত হয় এবং স্থলেও পতিত হয়, কিন্তু স্থলের অপেক্ষায় জলের দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের অনুগ্রহ সকলের প্রতিই সমান, কিন্তু ভক্তের তাহাতে মঙ্গল হয়, অপরের মঙ্গল প্রতিবোধসাপেক্ষ। এই বিষয় এবং ভক্তপক্ষপাতিতা বর্ণনা করাই পরশ্লোকের তাৎপর্য্য।

ইন্দ্রগোপ নামক বর্ষাকালীন কীট এবং ইন্দ্র (দেবরাজ) কি আশ্চর্য্য! এই উভয়কেই যিনি নিজকর্ম্মবন্ধের সমান অর্থাৎ অনুরূপ ফলভাজনতাপ্রকাশ করেন, কিন্তু ভক্তিমান্ জনসকলের কর্ম্মফলকে দগ্ধ করিয়া দেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৫৪ ॥

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী

স এষ চ স্বয়ন্তু বৈরিভ্যোহপ্যনাত্মভক্তং দদাতি কিমুত স্ববিষয়ককামাদিনা নিষ্কামশ্রেষ্ঠেভ্যঃ ততঃ কো বান্যো ভজনীয় ইতি ভজামীত্যন্তপ্রকরণমুপসংহরতি যং ক্রোধেতি। সহজপ্রণয়ঃ সখ্যং। বাৎসল্যং পিত্রাদ্যুচিতভাবঃ। মোহঃ সর্ব্ববিস্মরণময়ো ভাবঃ। পরব্রহ্মতয়া স্ফূর্ত্তিঃ। গুরুগৌরবং তস্মিন্ পিতৃত্বাদিভাবনাময়ং। সেব্যভাবঃ সেব্যোহয়ং মমেতি ভাবনা দাস্যমিত্যর্থঃ। তস্য সদৃশীং ক্রোধাবেশিনো প্রাকৃতগাত্রাংশেনান্যেষু তু তত্তদ্ভাবনাযোগ্যরূপগুণাংশলাভতারতম্যেন তুল্যামিত্যর্থ। অদৃষ্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমমিত। শ্রীবাসুদেববাক্যস্য জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি ব্রহ্মসূত্রস্য প্রযোজ্যমানে ময়িতাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুমিতি নারদবাক্যস্য চ দৃষ্টা সর্ব্বথা তৎসদৃশত্বাবিরোধাৎ বৈরেণ যং নৃপতয় ইত্যাদৌ অনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিমিত্যনুরক্তধীষু স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং স্বতন্ত্রিতি প্রাপ্তেস্তেষ্বপি তত্তদনুরাগতারতম্যেনাপি তত্তারতম্যং লভ্যতে ইতি। অনেন গোলোকস্থপ্রপঞ্চাবতীর্ণয়োরেকত্বমেব দর্শিতং। তদুক্তং। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বেত্যাদি ॥ ৫৫ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধভাব, কামভাব, সহজ প্রণয় (সখ্য) ভাব, ভীতিভাব, বাৎসল্য (পিত্রাদ্যুচিত) ভাব, মোহ (সর্ব্ববিস্মরণ) ভাব, পিত্রাদি গুরুগণের প্রতি গৌরব ভাব এবং সেব্য ভাব। ভক্তগণ এই সকলের মধ্যে যে কোন ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ভজনা করিলে তিনি নিজের ভজনানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি ভক্তকে তাঁহার ভাবনাময় দেহ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৫৫ ॥

নিজাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয়, ইহা স্মরণ

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৫৬ ॥
অথোবাচ মহাবিষ্ণুর্ভগবন্তং কমলযোনিং * ॥
ব্রহ্মন্ মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজাসর্গে চ চেন্মতিঃ।

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি যুগ্মকেন। শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাস্তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্যানামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতং। ভূমিরিত্যাদিকঞ্চ ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতমিত্যাদি। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিশ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ং। কিং বহুনা। চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপং। সমানোদিতচন্দ্রার্কমিতি বৃন্দাবনবিশেষণং গৌতমীয়তন্ত্রদ্বয়ে। তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা তাদৃশ পরমপি তত্ত্বং প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদং ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমিতি শ্রীদশমাৎ। সুরভীভ্যশ্চ স্রবতি তদীয়বংশীধ্বনাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। ব্রজতি ন হীতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। কালদোষাস্তত্র ন সন্তীতি বা ন চ কালবিক্রম ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব শ্বেতং শুদ্ধং দ্বীপং অন্যাসঙ্গরহিতং যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি। তদুক্তং। যং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহমিতি ॥ ৫৬ ॥

করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ বিশিষ্ট তদীয় ধামের এবং তদীয় পরিকরগণের বর্ণন করিতেছে, যথা—

যে স্থানে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীগণ যাঁহার কান্তা স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণে পরিবেষ্টিত, জল অমৃতময়, কথা সমুদায়ই গান, গমনাই নাট্য,

---

* "কমলযোনিং" ইত্যত্র "প্রজাপতিং" ইতি পাঠান্তরং ॥

পঞ্চশ্লোকীমিমামাদ্যাং বৎস তত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ৫৭ ॥
প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা ॥ ৫৮ ॥
প্রমাণৈস্তৎসদাচারৈস্তদভ্যাসৈর্নিরন্তরং।

তদেবং তস্য স্তুতিমুক্ত্বা শ্রীভগবৎপ্রসাদলাভমাহ অথেতি সার্দ্ধেন সর্ব্বং স্পষ্টং ॥ ৫৭ ॥

তত্র প্রসাদরূপাং পঞ্চশ্লোকীমাহ প্রবুদ্ধ ইতি। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্না ভজ মাং ভক্তিভাবিত ইত্যেকাদশাং ॥ ৫৮ ॥

প্রেমলক্ষণভক্তেঃ সাধনজ্ঞানরূপয়োঃ ভক্ত্যোঃ প্রাপ্ত্যুপায়মাহ প্রমাণৈরিতি। প্রমাণৈর্ভগবচ্ছাস্ত্রৈঃ তৎসদাচারৈস্তদীয়া যে সন্তস্তেষামাচারৈরনুষ্ঠানৈস্তদভ্যাসৈস্তেষামেব পৌনঃপুন্যবাহুল্যেন আত্মনাত্মানং বোধয়িত্বা স্বয়মেব স্বং ভগবদাশ্রিতঃ শুদ্ধজীবরূপমনুভবতি ততোঽপ্যুত্তমাং শুদ্ধাং ভক্তিং লভত ইতি। তথাচ শ্রুতিস্তবে। স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতো

বংশীই প্রিয়সখী, চিদানন্দই জ্যোতিঃ এবং তাহাই পরম আস্বাদ্য। তথায় সুরভীগণের ঊধঃপ্রদেশ হইতে প্রসিদ্ধ সুমহান্ ক্ষীরাব্ধি (দুগ্ধধারা) ক্ষরিত হইয়া থাকে এবং যথায় অর্দ্ধনিমেষ পরিমিত সময়ও বৃথা যাপিত হয় না, সেই শ্বেত-দ্বীপকে আমি ভজনা করি। এই সংসারে যাহাকে সাধুগণ "গোলোক" এই নামে জানিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সেই গোলোকবেত্তা সাধুগণ বিরলপ্রচার অর্থাৎ সুদুর্ল্লভ ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবানের স্তুতি বর্ণনা করিয়া তদীয় প্রসাদলাভ বর্ণন করিতেছেন, যথা—

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কমলযোনি ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! যদি ভগবানের মহত্ত্ববিজ্ঞানে এবং প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তোমার মতি থাকে, তবে হে বৎস! তুমি এই বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ পঞ্চশ্লোকী আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব স্ফুরিত হইল আনন্দময়ী ভগবৎপ্রেমলক্ষ্যা ভক্তিদেবী উদিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ ॥ ৫৯ ॥
যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ ॥ ৬০ ॥
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী *।
কুর্ব্বন্নিরন্তরং কর্ম্ম লোকোঽয়মনুবর্ত্ততে।
তেনৈব কর্ম্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি ॥ ৬১ ॥
অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।

ইত্যুক্তং। ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিম ভবং ভুবি বিশ্বাসিতা ইতি ॥ ৫৯ ॥

তথাচ প্রেমভক্তিরেব সাধ্যা নান্যেত্যাহ যস্যা ইতি। তদুক্তং চতুর্থে। অতো মাং সুহৃদাবাবাং সতামপি দুরাপয়া। একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহির্বিত্ ॥ ৬০ ॥

পুনঃ শুদ্ধামেব সাধনভক্তিং দৃঢ়য়ন্ নাকামৈরপি তামেব কুর্য্যাদিত্যাহ ধর্ম্মানন্যানিতি। তদুক্তং। অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরমিতি ॥ ৬১ ॥

তস্মাত্তব সিসৃক্ষাপি ফলিষ্যতীতি সযুক্তিকমাহ অহং হীতি। প্রধানং শ্রেষ্ঠং বীজং পূর্ণভগবদ্রূপং। প্রকৃতিরব্যক্তং। পুমান্ দ্রষ্টা। কিং বহুনা। ত্বমপি

ভগবচ্ছাস্ত্র-প্রমাণানুসারে ভগবদ্দাসরূপি সাধুগণের আচার এবং অভ্যাস দ্বারা নিরন্তর নিজে আত্মতত্ত্ব প্রবোধিত করিয়া জীব উত্তমা ভক্তিদেবীকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

যাঁহা হইতে (সংসারে) আর শ্রেয়স্কর নাই, যাঁহা দ্বারা নির্বৃতি লাভ করা যায়, তাহারই নাম ভক্তি, তিনিই আমাকে সাধন করিয়া থাকেন, অতএব হে ব্রহ্মন্! ঐ ভক্তিকেই সাধন করিবে ॥ ৬০ ॥

অন্যান্য ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়রূপে আমাকেই ভজনা কর। কারণ যাহার যেমন যেমন শ্রদ্ধা, তাহার সিদ্ধিও সেই সেই রূপ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

* যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ইতি পাঠান্তরং ॥

ময়াহিতং তেজ ইদং বিভর্ষি
বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি ॥ ৬২ ॥
(অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ব্রহ্মসংহিতা।
কৃষ্ণোপানিষদাং সারৈঃ সঙ্কুতা ব্রহ্মণোদিতা)
॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎ
মূলসূত্রাখ্যঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ❋ ॥ ৫ ॥ ❋
॥ ❋ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়াত্মিকা শ্রীব্রহ্মসং[redacted]

ময়া আহিতমর্পিতং তেজো বিভর্ষি তস্মাত্তেন মত্তেজসা জঙ্গমানি হে বিধে বিধেহি কুর্ব্বিতি। ৬২ ॥

তদুক্তং তত্রৈবাধ্যায়শতে ইত্যাদি। যদ্যপি নানাপাঠ্যন্তে। তদপি চ সংপথলব্ধা এষাস্মাভিস্তস্মী পরিমিতাঃ। সর্ব্বাংনসমো যস্য ...। শ্রীমান্ সনাতনঃ। শ্রীবল্লভাহনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীবসদ্গতিঃ ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং মূলসূত্রাখ্যঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে ভবতাদিতি ॥ ❋ ॥ করণাকরমনিশং কৃষ্ণং নমামি ॥ ❋ ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা ব্রহ্মসংহিতা টীকা সম্পূর্ণা শ্রীহরিঃ ॥ ❋ ॥

হে ব্রহ্মন্! নিশ্চয় বলিতেছি, আমি এই চরাচর বিশ্বের ভগবদ্রূপ প্রধান বীজস্বরূপ, প্রকৃতিও আমি, পুরুষ অর্থাৎ দ্রষ্টাও আমি, অধিক কি বলিব, তুমিও আমার তেজ ধারণ করিতেছ, অতএব হে বিধে! সেই তেজ দ্বারা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় বিশ্বসৃষ্টি কর ॥ ৬২ ॥

(এই ব্রহ্মসংহিতার একশতটী অধ্যায় আছে এবং ঐ অধ্যায় গুলি সমস্তই কৃষ্ণোপনিষদের সারার্থ সঙ্কলিত করিয়া ব্রহ্মা ইহা সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ❋ ॥)

॥ ❋ ॥ ইতি শতাধ্যায়ী শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহরূপ মূলসূত্র নামক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ। ❋ ॥ ৫ ॥ ❋ ॥

---

§ এই শেষ শ্লোকটী একখানি আদর্শে ছিল না শ্লোকটী কোন ইদানীন্তন লিপিকারকৃত বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য অঙ্কপাত না করিয়া পৃথগ্ ভাবে বন্ধনী মধ্যে রাখা হইল।

